প্রেমেন্দ্র মিত্রের শ্রেষ্ঠ কবিতা

প্রেমেন্দ্র মিত্র

BANGLADARSHAN.COM

যদি ফিরে আসি

ফের যদি ফিরে আসি ;
ফিরে আসি যদি
কোনো শুভ্র শরতের অম্লান প্রভাতে,
কিম্বা কোনো নিদাঘের শুষ্ক রুক্ষ তপস্যার দ্বিপ্রহরে
কিম্বা শ্রাবণের বৃষ্টি-ধারা ছিন্নমেঘ রাতে কোনো,–
নূতন ধরণী ’পরে কারেও কি পারিব চিনিতে,
কাহারেও পড়িবে কি মনে ?
এ জীবনে যাহাদের ভালোবাসিয়াছি
আজ ভালোবাসি যাহাদের
তাহাদের সাথে হবে দেখা ?
–পারিব চিনিতে ?

জন্ম ল’ব হয়ত সে
কোন্ ঊর্মি-ছন্দোময়ী ফেনশীর্ষ সাগরের তীরে
ডুবারীর ঘরে,
কিম্বা কোন্ জীর্ণ ঘরে কোন্ বৃদ্ধ নগরীর নগণ্য পল্লীতে
দীনা কোন্ পথের নটীর কোলে ;
কিম্বা–কোথা কিছু নাহি জানি !
এই আলো সেদিন নয়নে জ্বলিবে কি ?
এই তারা এই নীলাকাশ সম্ভাষিবে আর বার ?
সেদিন কি এমনি ফুটিবে ফুল,
এইমত তৃণ
জাগিবে কি পদতলে,
এইমত পুঞ্জ পুঞ্জ প্রাণ
সমস্ত নিখিলময় ?

পড়িবে কি মনে,
এই আলো মোর চোখে একদিন লেগেছিল ভালো ?
এই ধরণীর ’পরে আমি খেলা করিয়াছি,
কাঁদিয়াছি হাসিয়াছি

BANGLADARSHAN.COM

ভালোবাসিয়াছি ?

যে মুকুল আশাগুলি রেখে যাব আজ
জীবনের খেয়াঘাটে বিদায়-সন্ধ্যায় অর্ধস্ফুট,
তাহাদের সাথে আর
হবে ফিরে দেখা ?
এ জীবনে যত কাজ সাঙ্গ হ'ল নাকো,
যত খেলা রয়ে গেল বাকি,
ফিরে আর পাব তাহাদের ?

আমার চোখের জল,
মোর দীর্ঘশ্বাস,
হতাশা, বেদনা,
তাহাদের সাথে পুনঃ হবে পরিচয় ?
যত দুঃখ ফেলে রেখে যাব
তাহারা শুধাবে ডেকে,
ডেকে কহিবে কি প্রিয়া,
"আমাকে ভুলিয়া ছিলে কেমন করিয়া ?"

BANGLADARSHAN.COM

আবার প্রিয়ার সাথে সুখে দুঃখে কাটিবে কি দিন,
এমনি করিয়া প্রতি জীবনের দণ্ড পল সুধাসিক্ত করি,
আনন্দ ছড়ায়ে চারিদিকে, আনন্দ বিলায়ে সর্বজনে ?
সকলেরে ভালোবেসে–ভালোবেসে সব কিছু
দুর্দিনে নির্ভয় আর দুঃখে ক্লান্তিহীন
চলিতে পাব কি দুইজনে
এক সাথে ?

ফের যদি ফের আসি,
আরো আলো চক্ষে যেন আসি নিয়ে,
বুকে আরো প্রেম যেন আনি ;
পৃথিবীকে আরো যেন ভালো লাগে।
এবারের যত ভুল ভ্রান্তি

স্খলন পতন
ক্ষমায় ভুলিয়া আসি ;
আরো আনি পথের পাথেয়
আনন্দ অক্ষয় !

BANGLADARSHAN.COM

নটরাজ

জীবন মহাদেবের নৃত্য দেখতে কি পাস্, শুনিস্ কিরে কানে ?
মুগ্ধ কবি মগ্ন মোহের গানে !
বৎসহারা কোন্ সাহারা হাহা করে, কোথায় হাহা করে,
কোন্ সাগরে ঝড় উঠেছে, মেঘ-গরুড়ে আকাশ আড়াল করে ;
আবার কোথায় অন্‌কি ওড়ে বদ্ধ নালার জলে,
চড়ুই দুটি বাঁধ্‌ছে বাসা কড়িকাঠের তলে !
বিসুবিয়াস্ বিষ খেয়ে কে উগ্‌রে তোলে আগুন উগ্‌রে তোলে,
গ্রহ-তারার ঘূর্ণিপাকে মাথা ঘুরে উল্কা পড়ে ট'লে ;
আবার কোথায় মাকড়শাতে বুন্‌ছে বসে জাল,
মহুয়া-বন মাৎ করে ওই মৌমাছিদের পাল !

জীবন-মহাদেবের নৃত্য দেখতে কি পাস্, শুনিস্ কিরে কানে ?
মুগ্ধ কবি মগ্ন মোহের গানে !
পুচ্ছে-বাঁধা অনল-জ্বালায় ধূমকেতু কে ছট্‌ফটিয়ে ছোটে,
প্রসবব্যথায় কাঁদিয়ে আঁধার, আকাশ ফেটে নতুন তারা ফোটে ;
আবার কোথায় মৌটুস্‌কি টুস্‌কি মারে ফুলে,
প্রজাপতি হলুদ-ক্ষেতে বেড়ায় দুলে দুলে !
তেপান্তরে লাগল আগুন—ছুব্‌লে আকাশ খুব্‌লে নিলে আঁখি,
সৃষ্টিখানার ঝুঁটি ধরে কোন্ সে দানো দিচ্ছে কোথা ঝাঁকি ;
আবার কোথায় রোদ উঁকি দেয় পাতার চিকের ফাঁকে,
কাঠবেরালির চমক্ লাগে বনশালিকের ডাকে।

জীবন-মহাদেবের নৃত্য দেখতে কি পাস্, শুনিস্ কিরে কানে ?
মুগ্ধ কবি মগ্ন মোহের গানে !
বাঁজা ডাঙায় লড়াই বাধে, হাজার দাঁতে কামড়ে ছেঁড়ে টুঁটি
লক্ষ খুনীর খুন চেপেছে, কবন্ধ ধড় খাচ্ছে লুটোপুটি ;
আবার কোথায় নিশীথ রাতে প্রদীপ মিটিমিটি,
রুদ্ধ-নিশাস পড়ছে বধূ প্রিয়তমের চিঠি।
বোল্ হাঙরের লাগল গাঁদি, জাহাজ ডোবে ডুবো পাহাড় লেগে,
কোন্ দেশেতে লাগল মড়ক, ভাগাড় আঁধার শকুন-ঝাঁকের মেঘে ;

BANGLADARSHAN.COM

আবার কোথায় হাঁস চরে ওই শ্যাওলা-দীঘির ঘাটে
ঝিউড়ি মেয়ে ঘষ্‌তেছে পা খেজুর-গুঁড়ির পাটে।

জীবন-মহাদেবের নৃত্য দেখতে কি পাস্‌, শুনিস্‌ কিরে কানে ?
মুগ্ধ কবি মগ্ন মোহের গানে !
তাতা থিয়া, তাতা থিয়া–ঠোকাঠুকি নীহারিকার মালায়,
তাতা থিয়া,–সিন্ধু নাচে বক্ষে জ্বালা বাড়বানল-জ্বালায়
তারি সাথে যুগে যুগে দোলে, দোলে, দোলে,
নটরাজের নাচন্‌ চির-নারী-মাতার কোলে।

BANGLADARSHAN.COM

অপূর্ণতা

সেথা তুমি পূর্ণ ছিলে
আপনাতে আপনি মগন,
আনন্দের স্পন্দহীন নিশ্চল গগনে ;
তাই বুঝি সৃজিলে আমারে
কাঁদিবার লাগি।

কাঁদিবার সাধ,
তাই তুমি মোর সাথে ছোট হবে, লুটাবে ধূলায়,
আঘাত করিবে আপনারে,—মূঢ় অবিশ্বাসে,
আবার ভাসিবে আঁখিনীরে।

সেথা তুমি পূর্ণ ছিলে—
শুধু সেথা ছিল না ক' আঁখিজল,
বিরহ বেদনা আর উষ্ণদীর্ঘশ্বাস।
আমার মাঝারে তাই
এমন করিয়া তুমি কাঁদ,
কাঁদ এত রূপে।
অকারণে কাঁদ একবার
জীবনের তীরে নামি
চিহ্নহীন বালুচরে,
পুনঃ কাঁদ প্রেয়সীর, শ্রেয়সীর লাগি
বার বার দুরন্ত যৌবনে ;
তার পর সমস্ত জীবন ধরি'
সংশয়ে, দ্বিধায়, দ্বন্দ্বে,
বঞ্চনায়, আঘাতে ও হতাশায়
কাঁদ নানা ছলে।

নিখিল ভুবন ভরি' খেলিতেছে কাঁদিবার খেলা
অনাদি অতীত কাল ধরি।
বিস্ময়ে চাহিয়া দেখি,

BANGLADARSHAN.COM

সে খেলায় মাতি
কোথায় নেমেছ তুমি মোর সাথে,–
জঘন্য পাপের মাঝে, বীভৎস ক্ষুধায়,
অসহ্য গ্লানির পঙ্কে,
পূতি-গন্ধভরা, অচিন্ত্য কলুষে হীনতায়।

মোর সাথে পাপী হ'লে
বুকে তুলে নিলে মোর তাপ ;
মোর সাথে দুর্বহ ব্যথার বোঝা স্কন্ধে নিলে তুলে,
পিশাচ সেজেছ মোর সাথে,
কুটিল, নির্মম, ক্রূর, নৃশংস, নির্দয়।
বিস্ময়ে চাহিয়া দেখি, আর বসে রই
স্তব্ধ হয়ে ভয়ে ও বিস্ময়ে–
তোমার কান্নার খেলা অপরূপ, অদ্ভুত, ভীষণ, বুদ্ধির অতীত

যত কান্না ধরণীতে ;
তার মাঝে তুমি কাঁদ এই শুধু জানি–
আর ধন্য আপনারে মানি !

BANGLADARSHAN.COM

নগর-প্রার্থনা

আজি এই প্রভাতের আশীর্বাদখানি
লও তব মাথে
হে নগরী,
লও তব ধূলি-ধূম-ধূম্র-জটা-বিভূষিত শিরে।
তব লৌহ-কাষ্ঠ-শিলা কারাগার হ'তে,
রক্তমসী-কলঙ্কিত, যন্ত্র-জর্জরিত তব
কর দু'টি জুড়ি
আজি এই প্রভাতেরে করো নমস্কার।
মোহের দুঃস্বপ্নজাল বারেক ছিঁড়িয়া দুই হাতে
ঊর্ধ্বে চাও অভিশপ্তা
ওই নীল আকাশের পানে,
পূরব সীমান্তে যেথা দিবসের মাঙ্গলিক বাজে
আলোকের সুরে।

BANGLADARSHAN.COM

তোমার ব্যথিত বক্ষে,
অন্ধকারে যেথা
অনির্বাণ অগ্নিকুণ্ড জ্বলে দিকে-দিকে,
হারায় কঙ্কাল-পথ
বিকারের পয়োনালী মাঝে,
লুকায় সুড়ঙ্গ লাজভরে মৃত্তিকার তলে,
লোভ হিংসা ফেরে ছদ্মবেশে
অন্ধকারে নিঃশব্দ লোলুপ,–
সেথা আজ ডেকে আনো প্রভাত-আলোরে;
তার সাথে আনো শান্তি,
লোভদীর্ণ তব ক্ষুব্ধ বুকে,–
লালসার দৈন্য যাক ঘুচে।

যন্ত্রের চক্রান্ত ভাঙি
ভেদ করি' ষড়যন্ত্র লৌহে আর লোভে
আসুক প্রভাতখানি,

–সৌম্য-শুচি কুমার সন্ন্যাসী,
হে পতিতা, তোমার আলয়ে।
পুঞ্জীভূত সমস্ত কালিমা,
সমস্ত সঞ্চিত ব্যথা, লজ্জা গ্লানি পাপ,
মনস্তাপ বহু মানবের
ব্যাধি ও বিকার
সযত্নে লালিত
দূর হোক সব আবর্জনা,
আলোকের কল্যাণ ধারায়।

শক্তির সাধনে মাতি,
হে উন্মত্তা নারী-কাপালিক,
অগণন জীবনের আশার শ্মশানে
আনন্দের শবাসনে বসি'
সুন্দরেরে গিয়াছিলে ভুলি;
সীমাহীন আকাশের সুনীল বিস্ময়
রাত্রির রহস্য আর আলো গন্ধ রূপ,
ভুলেছিলে সহজ প্রাণেরে।
সেই স্বেচ্ছা-নির্বাসন হয়ে যাক শেষ।

আজ তব
শক্তি-সুরা-রক্ত-নেত্রে ভ্রূকুটির তলে
বিহঙ্গেরা বাঁধে নাই নীড়;
প্রস্তর-নিষেধ-প্রান্তে জাগিছে সভয়ে
শীর্ণ তৃণ, বিবর্ণ কুসুম,
–সংকুচিত দুর্বল কাতর।
যন্ত্রের জটিল পথে
বিকলাঙ্গ জীবনের
হেরি শুধু ব্যঙ্গ-সমারোহ।

BANGLADARSHAN.COM

নমো নমো

নমো নমো নমো !
অপরূপ অনির্বচনীয় !
নমো নমো নমো !
দেহের বীণাতে ওঠে ঝঙ্কারিয়া সুরের প্রণতি
নমো নমো নমো !
নয় বাণী, নয় স্তুতি, নহেক প্রার্থনা ;
গান নয়, নয় আরাধনা,
শুধু দেহ-দীপ হতে ওঠে শিখা সম
নমো নমো নমো !

সব অর্থ ডুবে যায় আনন্দের অতল সাগরে–
শুধু অহৈতুক,
অর্থহীন
নমো নমো নমো।
দুর্বোধ প্রাণের ভাষা
বাণীর আরতি !

চেতনা হারায়ে যায় আনন্দের অপার পাথারে
সেথা হ'তে ওঠে শুধু
বাঙ্ময় অর্চনা,
নমো নমো নমো
পরিপূর্ণ জীবনের প্রস্ফূটিত পদ্ম হ'তে ওঠে গন্ধসম
নমো নমো নমো !
কথা খুঁজে নাহি মিলে, বিস্ময়ের রহে নাক' সীমা '
আনন্দের ঝটিকায় কাঁপে প্রাণ স্পন্দমান তারকার মত ;
বিরাটের তীরে তীরে জীবন কল্লোলি ওঠে–
নমো নমো নমো !

নমো নমো নমো !
প্রণামের বিরাট আকাশে

BANGLADARSHAN.COM

সব গান ডুবে আছে, মিলে আছে সব পূজা,
হারাইয়া আছে স্তুতি, সকল আরতি,
সমস্ত সাধনা,
কোটি কোটি তারকার মত।
মহা নীলাকাশ সম
মূর্তিমান সীমাহীন
নমো নমো নমো !

BANGLADARSHAN.COM

মাটির ঢেলা

মাটির ঢেলা, মাটির ঢেলা,
রঙ দিলে কে তোর গায়ে ?
গড়্‌লে তোরে কোন্ আদলের ছাঁচে ?
ভুখ্ দিলে যে বুক দিলে যে
দুখ দিতে সে ভুলল না,
মৃত্যু দিলে লেলিয়ে পাছে পাছে।

কোন্ মেলাতে সাজিয়ে দিলে
বিকিয়ে দিলে কার হাতে ?
কোন্ খেয়ালির খেলেনা তুই হায়রে !
কোলের প'রে দুলিস্ কভু
মাটির 'পরে যাস্ পড়ে–
মলিন ধূলা লাগে সকল গায় রে !

BANGLADARSHAN.COM

আঘাত পেলে বুক ফাটে তোর,
চোখের জলে যাস্ গলে,
চোট্ খেয়ে তুই লুটিয়ে পড়িস্ ভুঁয়ে।
কান্না হাসির দোলা লাগে,
রঙ যা কিছু যায় চটে,
বর্ষাধারার যায় রে সে যায় ধুয়ে।
মাটির ঢেলা, মাটির ঢেলা,
ডাক্‌ছে তোরে তোর মাটি,
টান্‌ছে আপন স্নেহ-শীতল কোলে।
ঢেউ-এর 'পরে জীবন-ভেলা
এমন সেথা দুল্‌বে না,
ভিড়্‌বে না কো ভীড়ের হট্টগোল।
ব্যাঘাত নাহি আঘাত নাহি
খাম্‌খেয়ালির নেই খেলা,
নেইক মরণ-ভয়ের ভীষণ ভুরকুটি।
বৃষ্টি-পরশ-সরস-দেহে

জাগবে তৃণ হয়ত রে,
একটি ছোট উঠবে কুসুম ফুটি।

মাটির ঢেলা, মাটির ঢেলা,
ভুল্‌লে তোর চল্‌বে না,
তুই যে মাটি চিরকালের মাটি।
হঠাৎ কারিকরের হাতে
যদি বা রঙ যায় লেগে,
মাটি রে তুই মাটিই তবু খাঁটি।

BANGLADARSHAN.COM

নমস্কার

জীবন-বিধাতা আজি বিদ্রোহীর লহ নমস্কার !
লহ এই প্রীতিহীন প্রণিপাতখানি।

ক্রীতদাস মানবের মৃত্যু-পুর হ'তে,
আজি কমণ্ডলু ভরি'
আনিয়াছি স্বেদ ও শোণিত,
—পূত পূজা বারি।
আনিয়াছি পুঞ্জিত কালিমা
লেপিতে ললাটে তব চন্দন বিহনে,—
পূজা তব আজি বিপরীত !
বিশ্বজোড়া হাহাকারে বাজে আজ নব-স্তোত্র তব,
অভিনব স্তুতি ;
চিতাগ্নিতে অপরূপ আরতি তোমার,
ভস্মশেষে নৈবেদ্য নূতন।

BANGLADARSHAN.COM

নশ্বর মৃত্তিকা গেহে,
জর্জর তৃষিত দীন, যত নরনারী,
ধূলির মলিন অঙ্কে ধূলিসম শেষে,
বিদায় লইয়া গেল
গোপনে ফেলিয়া অশ্রুবারি ;
তাহাদের সব ব্যথা, সব গ্লানি, জ্বালা, অভিশাপ,
পাপ, তাপ, লজ্জা, ভয়, কুণ্ঠা ও ক্রন্দন,
প্রতি ক্ষুদ্র দিবস-রাত্রির ঘৃণিত জীবন-যাত্রা,—
কলঙ্ক হতাশা আর কদর্য কলুষ,
সযতনে করিয়া চয়ন,
এ মোর প্রণামখানি করিনু বয়ন।
সেই নমস্কার,
তোমার অর্পিনু আজি হে জীবন-বিধাতা আমার।

বেনামী বন্দর

মহাসাগরের নামহীন কূলে
হতভাগাদের বন্দরটিতে ভাই,
জগতের যত ভাঙা জাহাজের ভীড় !
মাল বয়ে বয়ে ঘাল হ'ল যারা
আার যাহাদের মাস্তুল চৌচির,
আর যাহাদের পাল পুড়ে গেল
বুকের আগুনে ভাই,
সব জাহাজের সেই আশ্রয়-নীড়।

কূলহীন মত কালাপানি মথি'
লোনা জলে ডুবে নেয়ে,
ডুবো পাহাড়ের গুঁতো গিলে আর
ঝড়ের ঝাঁকুনি খেয়ে,
যত হয়রান লবেজান তরী
বরখাস্ত হল ভাই,
পাঁজরার খেয়ে চিড় ;
মহাসাগরের অখ্যাত কূলে
হতভাগাদের বন্দরটিতে ভাই,
সেই–অথর্ব ভাঙা জাহাজের ভীড়।

দুনিয়ার কড়া চৌকিদারী যে ভাই
হুঁশিয়ার সদাগরী,
হালে যার পানি মিলে নাক' আর, তারে
যেতে হবে চুপে সরি !

কোমরের জোর কমে গেল যার ভাই,
ঘুণ ধরে গেল কাঠে, আর যার
কল্‌জেটা গেল ফেটে,
জনমের মত জখম হ'ল যে যুঝে ;
সওদাগরের জেটিতে জেটিতে

BANGLADARSHAN.COM

খাতাঞ্জি-খানা ঢুঁড়ে,
কোন দপ্তরে ভাই,
খারিজ তাদের নাম পাবে নাক' খুঁজে !

মহাসাগরের নামহীন কূলে
হতভাগাদের বন্দরটিতে ভাই
সেই সব যত ভাঙা জাহাজের ভীড়–,
শিরদাঁড়া যার বেঁকে গেল
আর দড়াদড়ি গেল ছিঁড়ে
কব্জা ও কল বেগড়াল অবশেষে,
জৌলস গেল ধুয়ে যার আর
পতাকাও পড়ে নুয়ে ;
জোড় গেল খুলে,
ফুটো খোলে আর রইতে যে নারে ভেসে,
–তাদের নোঙর নামাবার ঠাঁই
দুনিয়ার কিনারায়,
–যত হতভাগা অসমর্থের নির্বাসিতের নীড় !

BANGLADARSHAN.COM

আমি কবি যত কামারের

আমি কবি যত কামারের আর কাঁসারির আর ছুতোরের,
মুটে মজুরের,
–আমি কবি যত ইতরের !

আমি কবি ভাই কর্মের আর ঘর্মের ;
বিলাস-বিবশ মর্মের যত স্বপ্নের তরে ভাই,
সময় যে হায় নাই !

মাটি মাগে ভাই হলের আঘাত,
সাগর মাগিছে হাল,
পাতাল-পুরীর বন্দিনী ধাতু,
মানুষের লাগি কাঁদিয়া কাটায় কাল,
দুরন্ত নদী সেতুবন্ধনে
বাঁধা যে পড়িতে চায়,
নেহারি আলসে নিখিল মাধুরী
সময় নাহি যে হায় !

BANGLADARSHAN.COM

মাটির বাসনা পুরাতে ঘুরাই
কুম্ভকারের চাকা,
আকাশের ডাকে গড়ি আর মেলি
দুঃসাহসের পাখা,
অভ্রংলিহ মিনার-দম্ভ তুলি,
ধরণীর গূঢ় আশার দেখাই উদ্ধত অঙ্গুলি !

জাফ্‌রি কাটান জানালায় বুঝি
পড়ে জ্যোৎস্নার ছায়া,
প্রিয়ার কোলেতে কাঁদে সারঙ্গ
ঘনায় নিশীথ মায়া।
দীপহীন ঘরে আধো নিমীলিত
সে দু'টি আঁখির কোলে,
বুঝি দুটি ফোঁটা অশ্রুজলের

মধুর মিনতি দোলে,
সে মিনতি রাখি সময় যে হায় নাই ;
বিশ্বকর্মা যেথায় মত্ত কর্মে হাজার করে
সেথা যে চারণ চাই !

আমি কবি ভাই কামারের আর কাঁসারির
আর ছুতোরের, মুটে মজুরের,
–আমি কবি যত ইতরের।

কামারের সাথে হাতুড়ি পিটাই,
ছুতোরের ধরি তুরপুন,
কোন্ সে অজানা নদীপথে ভাই
জোয়ারের মুখে টানি গুণ।
পাল তুলে দিয়ে কোন্ সে সাগরে,
জাল ফেলি কোন্ দরিয়ায় !
কোন্ সে পাহাড়ে কাটি সুড়ঙ্গ,
কোথা অরণ্য উচ্ছেদ করি ভাই
–কুঠার ঘায়।

সারা দুনিয়ার বোঝা বই আর খোয়া ভাঙি
আর খাল কাটি ভাই, পথ বানাই,
স্বপ্নবাসরে বিরহিণী বাতি
মিছে সারাসাতি পথ চায়,
হায় সময় নাই !

BANGLADARSHAN.COM

সুদূরের আহ্বান

অগ্নি-আখরে আকাশে যাহারা লিখিছে আপন নাম,
চেন কি তাদের ভাই ?
দুই তুরঙ্গ জীবন-মৃত্যু জুড়ে তারা উদ্দাম,
দুয়েরি বল্গা নাই !

পৃথিবী বিশাল তারা জানিয়াছে, আকাশের সীমা নাই,
ঘরের দেওয়াল তাই ফেটে চৌচির।
প্রভঞ্জনের বিবাগী মনের দোলা লেগে নাচে ভাই,
তাদের হৃদয়-সমুদ্র অস্থির !

বলি তবে ভাই শোন তবে আজি বলি,
অন্তরে আমি তাদেরই দলের দলী ;
রক্তে আমার অমনি গতির নেশা ;
নাসায় অগ্নি স্ফূরিছে যাহার, বিজলী ঠিকরে ক্ষুরে
আমি শুনিয়াছি সেই হয়রাজের হ্রেষা !

BANGLADARSHAN.COM

যে শোণিতধারা ঘুমায়ে কাটাল পুরুষ চতুর্দশ,
দেখি আজো ভাই লাল তার রঙ তাজা তার জৌলস !
আজো তার মাঝে শুনি সে প্রথম সাগরের আহ্বান ;
করি অনুভব কল্পনাতীত সৃষ্টির ঊষা হতে,
তার জয় অভিযান !

তপতী কুমারী মরু আজ চাহে প্রথম পায়ের ধূলি।
অজানা নদীর উৎস ডাকিছে ঘোমটা আধেক খুলি।
নিঃসঙ্গ গিরিচূড়া,
তুহিন তুষার-শয়নে আমারে স্মরিছে বিরহাতুরা।

উত্তর মেরু মোরে ডাকে ভাই, দক্ষিণ মেরু টানে,
ঝটিকার মেঘ মোরে কটাক্ষ হানে ;
গৃহ-বেষ্টনে বসি,
কখন প্রিয়ার কণ্ঠ বেড়িয়ে হেরি পূর্ণিমা-শশী !

সুশীতল ধারা নদীটি বহুক মন্থরে তব তীরে,
গৃহবলিভুক্ পারাবতগুলি কূজন করুক ঘিরে,
পালিত তরুর ছায়ে থাক্ ঢাকা তোমাদের গৃহখানি,
স্তোত্র রচিও, যদি পার তব প্রিয়ার আঁখি বাখানি।
ছোট এই আশা, সুখ,
ঈর্ষা করি না, ঘৃণা নহে ভাই, শুধু নহি উৎসুক !

মনের গ্রন্থি জটিল বড় যে, খুলিতে সহে না তর ;
সোহাগের ভাষা কখন শিখি যে নাই মোটে অবসর
শুনে কাল হ'ল ভাই,
অরণ্য-পথ গভীর গহন, সাগরের তল নাই !

অগ্নি-আখরে আকাশে যাহারা লিখিছে আপন নাম,
আমি যে তাদের চিনি।
দুই তুরঙ্গ তাহাদের রথে, উদ্ধত উদ্দাম,
–শোন তার শিঞ্জিনী।

BANGLADARSHAN.COM

মোদের লগ্ন-সপ্তমে ভাই রবির অট্টহাসি,
জন্ম-তারকা হয়ে গেছে ধূমকেতু !
নৌকা মোদের নোঙর জানে না,
শুধু চলে স্রোতে ভাসি–
কেন যে বুঝি না, বুঝিতে চাহি না হেতু !

পথভ্রান্ত

এ মাটির ঢেলা কবে কে ছুড়িল সূর্যের পানে ভাই
পৃথিবী যাহার নাম?
লক্ষ্যভ্রষ্ট চিরদিন সে যে ঘুরিয়া-ঘুরিয়া ফেরে
সূর্যেরে অবিরাম।

তারি সন্ততি, আমাদেরও ভাই ব্যর্থ যে সন্ধান,
লক্ষ্য গিয়াছি ভুলি;
মোদের সকল স্বপনের গায় জানি না কেমন করি'
লেগেছে মলিন ধূলি।

মাটি ও পাথর কাটি' আর কুঁদি' দেবতা গড়িনু ঢের,
মাগিলাম কল্যাণ;
বেদীমূলে তার তবু শোণিতের দাগ লেগে থাকে ভাই,
–দেবতার অপমান!

BANGLADARSHAN.COM

কত জীবনের কত সমাধির সমিধ্ লইয়া ভাই,
যে আলো জ্বালায়ে তুলি,
দেখি তার জ্যোতি বিফলে মিলায়, নাচে শুধু ভয়াবহ
সর্পিল শিখাগুলি।

রাখিবন্ধনে বাঁধিব যাহারে, তাহারে পরাই বেড়ি,
–সে মোর আপন ভাই !
জীবন যাহারে ঘিরি' গুঞ্জরে, তারি সূর্যের আলো
দুই হাতে আগলাই।

তারকা-লোকের জেনেছি ছন্দ, সূর্যোদয়ের বাণী,
সৃজিয়াছি ভালবাসা ;
তবু হিংসার অন্ধ কারায় সভয়ে লালন করি
শুধু বাঁচিবার আশা !

পথভ্রান্ত দেবতা মোদের, নয়নে অমৃত-ভাতি
হিংস্র নখর হাতে ;

জানি তার বাণী সর্বনাশিনী, তবুও চলিতে হবে
তারি মূক ইশারাতে।

লক্ষ্যভ্রষ্ট পৃথিবীর ভাই সে আদিম অভিশাপ
মহি মোরা চিরদিন ;
আকাশের আলো যত করি জয়, মিটিবে না কভু তাই
আদি পঙ্কের ঋণ।

BANGLADARSHAN.COM

তুমি আছ তাই

কালো দীঘিজল তারি সুশীতল
মায়া তব দুটি চোখে।
ও দেহে শ্রাবণ মেঘ-ছায়া ফেলিল কে?
তুমি যেন শর্বরী তারকার স্নেহ হরি'
নেমেছে আসিয়া নীরবে হৃদয়-তীরে
দূর দিগন্তে নভোসীমন্তে
আঁকি শশী-লেখাটিরে।

কুমারী কোরক যে আলোকে জাগে,
স্মিতমুখে তব ক্ষরে,
পাখীরা ঘুমায় স্নিগ্ধ তোমার স্মরে!
তনুর লাবণী সনে দেখিয়াছি পড়ে মনে,
হরিৎ ধান্যব্যাকুল গ্রামের সীমা
কানন কণ্ঠলগ্না নদীর মনোহর ভঙ্গিমা।

BANGLADARSHAN.COM

ধূ-ধূ প্রান্তর তোমার প্রণয়ে
হ'ল ছোট প্রাঙ্গন,
দীপ হ'তে করে বহ্নি আকিঞ্চন।
তব মমতায় ঘিরে, অসীম আকাশ তীরে
সীমার ধরণী গড়ি মোরা অক্ষয়,
তুমি আছ তাই গৃহদীপ সনে
তারকারা কথা কয়।

মানে

মানুষের মানে চাই–

–গোটা মানুষের মানে।
রক্ত, মাংস, হাড়, মেদ, মজ্জা,
ক্ষুধা, তৃষ্ণা, লোভ, কাম, হিংসা সমেত–
গোটা মানুষের মানে চাই।
মানুষ সব-কিছুর মানে খুঁজে হয়রান হ'ল–
এবার চাই মানুষের মানে–নইলে যে সৃষ্টির ব্যাখ্যা হয় না !
এই নিখিল-রচনার অর্থ মানুষের অর্থকে
আশ্রয় ক'রে আছে যে–!
তাই, তোমারও মানে চাই আর আমার।
দূর নীহারিকায় নব নক্ষত্র যে জন্মলাভ করছে
সেই অর্থের ভরসায় !
সে অর্থ কি মাটিতে লুটিয়ে চলে ?
মানুষের মানে কি কাফ্রী-ক্রীতদাস ?–হারেমের খোজা ?
মানুষের মুখ চেয়ে যে পৃথিবীর এই অক্লান্ত আবর্তন !
তার অর্থ কি হিংস্র নখরাঘাতে সৃষ্টি বিদারণ ক'রে চলে
রক্ত লোলুপতার অভিযানে ?
মানুষের মানে কি ল্যাংড়া তৈমুর ?–হূণ আত্তিলা ?
মানুষের মানে কি শুধু বুদ্ধ ?–শুধু খৃষ্ট ?
তবু কাফ্রী-ক্রীতদাসও ত মানুষ–
মানবীর গর্ভ হতেই তৈমুরের জন্ম, বুদ্ধ খৃষ্ট দেবতা ছিলেন না।
মানুষ কি তাঁর সৃষ্টির মাঝে বিধাতার নিজের জিজ্ঞাসা ?
তাই কি মহাকালের পাতায় তার অর্থ কেবলি লেখা আর মোছা চলেছে ?

BANGLADARSHAN.COM

কাঠের সিঁড়ি

চওড়া কাঠের সিঁড়ি গেছে উঠে,
ঘুরে ঘুরে অনেক উঁচুতে।
ধাপগুলো মোড়া কার্পেটে,
পুরনো নয়,
কিন্তু উজ্জ্বলতাও তার নেই।
সিঁড়ির একটি বাঁকে
টুলের উপর বসে থাকে সশস্ত্র প্রহরী।
বসার ভঙ্গি তার কঠিন,
মুখ নির্বিকার।
যেন পাথরে কোঁদা।
সারাদিন সে থাকে বসে,
যে কাঠের সিঁড়ি ওপরে গেছে উঠে,
তারই একটি বাঁকে।
সিঁড়ি দিয়ে ক্বচিৎ একটি আধটি লোক নামে,
ভারী গম্ভীর আওয়াজ ক'রে,
ঝলমলে উর্দিপরা
বেয়ারারা নামে ওঠে মাঝে-মাঝে।
শুধু প্রহরী থাকে বসে,
আর কাঠের টবে
একটি 'পামে'র চারা
তার সবুজ পাখার মত
পাতা বিছিয়ে থাকে।
বিশাল বাড়ির মোটা দেওয়াল ভেদ করে'ও
বাইরের আওয়াজ এসে পৌঁছায়,–
ট্রামের ঘর্ঘর,
আর নগরের অস্পষ্ট গুঞ্জন।
আর রোদের আলো,
জানালার পুরু কাঁচের ভেতর দিয়ে

BANGLADARSHAN.COM

ফিকে হয়ে গ'লে আসে।
পোষাকের তলায় প্রহরীর বুক কি
ধুক ধুক করে?
'পামে'র চারার পাখা কি নড়ে?
বলা যায় না।
যে বিশাল সিঁড়ি আকাশের দিকে
চেয়েছে উঠতে,
তার তলায় তারা বসে থাকে;–
কাঠের টবে 'পামে'র চারা
আর কাঠের টুলে
সশস্ত্র প্রহরী।
তবু হতাশ আমি হই না।
জানি,–'পামে'র চারার মধ্যে সঙ্গোপন আছে অরণ্য।
কাঠের টবে একদিন তাকে ধরবে না!
কাঠের টুলে নিঃসঙ্গ জনতা আছে থেমে
স্তব্ধ হয়ে;
একদিন তার স্থাণুত্ব যাবে ঘুচে।
শুধু কাঠের সিঁড়ি
কোন দিন পৌঁছাবে না আকাশে।

BANGLADARSHAN.COM

বাঘের কপিশ চোখে

বাঘের কপিশ চোখে
আমি দেখি জঙ্গলের ছায়া।
গরাদের ওধারেতে বাঘ
শুয়ে আছে গভীর আলসে;
মাঝে-মাঝে চেয়ে দেখে
অবিশ্বাস্য দুঃস্বপ্নের মতো
দুর্বোধ জগৎ,
—অনেক, অনেক চোখ, অনেক অনেক মুখ
আর তীব্র নরমাংস ঘ্রাণ;
শোনে আর কোলাহল দারুণ দুঃসহ!

দুর্বোধ দৃষ্টিতে তার
আমি দেখি টেরাই-এর জঙ্গলের ছবি!
—উদ্ভিদের নিঃশব্দ সংগ্রাম
নির্লজ্জ ভয়াল,
কাঁটায় কাঁটায় দ্বন্দ্ব, শিকড়ে শিকড়ে,
মহীরুহ রুদ্ধশ্বাস লতিকার মৃত্যু-আলিঙ্গনে।
শিশু-তরু পায়নি আকাশ,
তবু নহে কৃপার কাঙ্গালী
বনস্পতি সাথে যোঝে দয়াহীন মৃত্যুর সংগ্রামে।

কটুগন্ধ বাষ্পভারে মূর্ছিত বাতাস,
আকাশ আচ্ছন্ন পত্রজালে,
তারি মাঝে সঞ্চরণ
নিঃশব্দ বিক্রমে।
সহসা বিদ্যুৎ-গতি, বজ্ররব, তীব্র আর্তনাদ,
নখ-দন্ত আস্ফালন,
—কী উল্লাস নির্লজ্জ হিংসার!
কী মুহূর্ত মৃত্যু-ঝলকিত,

BANGLADARSHAN.COM

স্বাদ যার ভুলে গেছে বুঝি
গরাদের ওপারেতে বাঘ।

গরাদের ওপারেতে বাঘ
হাই তুলে অকস্মাৎ দেয় গড়াগড়ি;
কী দুর্বল ভঙ্গিমাটি তার।
জুতোর ফিতেটা গেছে খুলে,
নিচু হয়ে সযতনে বাঁধি।

জানি আমি এতক্ষণে
বাঘের কপিশ চোখে নাই,–
এ–অরণ্য 'টেরাই'-এর নয়।
সেথা হিংসা বর্ণহীন ক্ষুধা
বস্তুর প্রবাহ-চক্রে মৃত্যু শুধু দ্বার।

স্রোতোহীন চেতনায়, গাঢ় গূঢ় অতল সলিলে,
অনেক প্রাচীরে ঘেরা,
অনেক শৃঙ্খলে জোড়া,
নগরের ছায়া গেছে নেমে,
নেমে গেছে অরণ্যে আরেক–
সে-অরণ্যে নব-মৃত্যু মোরা সৃজিয়াছি।

BANGLADARSHAN.COM

পথ

সেই সব হারানো পথ আমাকে টানে;–
কেরমানের নোনা মরুর ওপর দিয়ে,
খোরাশান থেকে বাদক্‌শান,
পামিরের তুষার-পৃষ্ঠ ডিঙিয়ে, ইয়ারকন্দ থেকে খোটান;–
শ্রান্ত উটের পায়ে-পায়ে যেখানে উড়েছে মরুর বালি,
চমরীর ক্ষুরে লেগেছে বরফ-গলা কাদা!

বাদক্‌শানের চুনি আর খোটানের নীলার
নিষ্ঠুর ঝিলিক-দেওয়া,
ভেঙে-পড়া ক্যারাভানের কঙ্কালে আকীর্ণ,
লুব্ধ বণিক আর দুরন্ত দুঃসাহসীর পথ–
লাদকের কস্তুরির গন্ধ যেখানে আজো
আছে লেগে
পুরানো স্মৃতির মতো।

BANGLADARSHAN.COM

সেই সব মধুর পথের কথা ভাবি;–
আকাশের প্রচণ্ড সূর্যকে আড়াল-করা
দু-ধারের দীর্ঘ দেওয়ালের
শ্যাওলাগন্ধ ছায়ায়-ছায়ায় সংকীর্ণ সর্পিল পথ,
সাপের মতো ঠাণ্ডা পাথরে বাঁধানো।
ভাঙা ধাপ দিয়ে উঠে-যাওয়া,
ঝিলমিল-দেওয়া বাতায়নের নিচে থমকে-থাকা,
ধূপের গন্ধে সুরভি; দেবায়তনের দ্বারে
ভূমিষ্ঠ-হওয়া পথ।

ভয়ে-ভয়ে স্মরণ করি সে-পথ;–
ঘন ঘাসের বনে, শিকার ও শ্বাপদের নিঃশব্দ
সঞ্চরণের 'ঠৌরি';–
যুগযুগান্ত ধ'রে দুর্বল ও ভীত, হিংস্র ও নির্মম
পায়ে মাড়ানো।

যে-পথে তৃষ্ণার টানে চলে ভয়-চকিত মৃগ;
অন্ধকারে শাণিত চোখ চমকায়।

যে-পথ কুরুবর্ষ থেকে বেরিয়ে এল রক্তাক্ত,
দুর্বার তাতার-বাহিনীর অশ্বক্ষুর-বিক্ষত;
করোটি-কঠিন যে-পথে
তৈমুরের খোঁড়া পায়ের দাগ।

স্বপ্ন দেখি সে-পথের,
অস্তাচল উত্তীর্ণ হয়ে আগামী কালের পানে;–
স্বপ্ন যেখানে নির্ভীক,
বৃদ্ধের চোখে শিশুর বিস্ময়,
পৃথিবীতে উদ্দাম দুরন্ত শান্তি!

BANGLADARSHAN.COM

ছাদে যেওনাক

ছাদে যেওনাক, সেখানে আকাশ অনেক বড়,
সীমানা-হীন!
তারাদের চোখে এত জিজ্ঞাসা,–স্বপন সব
হবে বিলীন।

তার চেয়ে এস বসি দুজনাতে, জানালা পাশে,
ওধারের ছোট গলিটির দেখি,–গ্যাসের আলো,
পড়েছে কেমন ফুটপাথটির ধারের ঘাসে,
শুনি নগরের মৃদু গুঞ্জন, লাগিবে ভালো।

তার পরে চাই তোমার নয়নে, তুমিও চেও;
–ঘরের বাতিটি জ্বালা হয় নাই আধো আঁধার।
যা দেখিব তার বেশী যেন সেথা, কি রয়েছে ও
মনে হবে যেন চোখের সাগর, সেও অপার।

BANGLADARSHAN.COM

যদি খুশী হয়, কাছে সরে এসো, বাড়ায়ে হাত
হাতটি ধরিও, আর মাথাটিরে হেলায়ে দিও;
সুবাসিত চুল, সেই হবে মোর গহন রাত,
কপালের টিপে পাব প্রিয়তম তারকাটিও।

নিকট পৃথিবী ঘিরে থাক, আর যা কিছু চেনা,
তাই দিয়ে রাখি শূন্য আকাশ আড়াল করি';
মুহূর্তগুলি মন্থন করি' উঠে যে ফেনা
তাহারি নেশায় সব সংশয় রব পাশরি।'

সীমাহীন ধাঁধা ধূ-ধূ করে সখি উপরে নীচে,
রচ নিরন্ধ্র গাঢ় চেতনার ক্ষণিক নীড়;
স্বপ্নহরণ মহাকাশ হোথা নিঃশ্বসিছে,
এই ক্ষণ-সুখ প্রত্যয় তাই হোক নিবিড়।

ছাদে যেওনাক সেখানে আকাশ অনেক বড়,
সীমানা-হীন!
তারাদের চোখে এত জিজ্ঞাসা,—স্বপন সব
হবে বিলীন।

BANGLADARSHAN.COM

বিনিদ্র

ঘুমহীন রাত।
পৃথিবীর স্তরে-স্তরে কত ঘুম অগাধ গভীর,
সুমের, মেম্ফিস, উর, নিনেভে, ওফির
মরুর বালুকালুপ্ত গাঢ় ঘুম
কত নগরীর;
–অন্ধকারে আজো তার ঢেউ।

অন্ধকারে ঘুমের আস্বাদ
উপবাসী চোখের পাতায়!
হিমেল মেরুর ঘুম তুহিন শীতল,
ডোবা-জাহাজের ঘুম অতল গহন।
–আমি নিদ্রাহীন।

বিস্ফারিত কোটি চোখে আকাশের শাণিত জিজ্ঞাসা
করিছে জর্জর
ধরণীর আশ্বাসের অরণ্য মর্মর
–তাও স্তব্ধ।

চেতনা-সীমান্তে ভীরু স্বপ্নের কুয়াশা
না জাগিতে অমনি মিলায়,
চিতা-ব্যাঘ্র ভাবনার অস্থির সঞ্চারে
সচকিত শশকের মতো।

স্পন্দিত হৃদয়ে
সময়ের পদশব্দ শুনি;
অবিরাম অশ্বক্ষুর-ধ্বনি
কাল প্রহরীর।

BANGLADARSHAN.COM

–কত দূর হ’তে আসে
নিভায়ে-নিভায়ে
কত ক্লান্ত সভ্যতার দীপ,
চির-মৌন হিম রাত্রি বিছায়ে-বিছায়ে,
সৃষ্টির ফসল-তোলা নিঃশেষিত নক্ষত্রের
প্রান্তরে-প্রান্তরে।
সে দুঃসহ ধ্বনি হ’তে কোথা পরিত্রাণ?
ঘুম কই?

BANGLADARSHAN.COM

শস্য-প্রশস্তি

মাঠের শস্য গৃহে এল–
তার স্তোত্র রচনা করো কবি।

মানুষ ও পশু, আনন্দের বোঝার ভারে
নত হয়ে এল
গৃহে ফিরে,
মরাই বোঝাই হ'ল।
মানুষ আরেকবার মৃত্তিকাকে দোহন করলে,
পূর্বে ও পশ্চিমে, উত্তরে ও দক্ষিণে,
ভারতে,...ফ্রান্সে,...নীল নদীর তীরে,...কানাডায়–
মৃত্তিকা মানুষকে অর্ঘ্য দিলে।
কেউ দিলে মমতায় মাতার মতো আপনা হ'তে,
কেউ অনিচ্ছায় কৃপণের মতো দিলে মানুষের পীড়নে,
সলজ্জ প্রিয়ার মতো কেউ নিজেকে গোপন রেখেছিলো
এতটুকু ইঙ্গিতের অপেক্ষায়।

BANGLADARSHAN.COM

তবু সব মৃত্তিকাই দান করল;–
মরুপ্রান্তের নির্মম বালুকাভূমি আর উচ্ছলিত-সুধা
নদী-কূল-ভূমি,
গিরিবেষ্ঠিত উপত্যকা আর
সমতল প্রান্তর,
কালো ও রাঙা মাটি,
কঠিন ও কোমল,
যুবতী ও বৃদ্ধা।
শস্যের চির-নূতন জাতকের পুনরাবৃত্তি করো কবি।
–সবল পেশী ও শানিত লৌহ-ফলকের
মিলিত প্রয়াসে
মৃত্তিকা বিদীর্ণ হ'ল কবে,
ভূগর্ভের অন্ধকারে বীজের কারা বিদীর্ণ ক'রে
কবে শিশু-তরু বাহু বাড়ালো আকাশের সন্ধানে,

কবে মেঘ দিলে বৃষ্টির আশীর্বাদ, সূর্য আলোকের
আর উত্তাপের;
মাটি ও আকাশ জীবন-রসের,
কবে ধরণীর লজ্জা দূর হ'ল স্নিগ্ধ শ্যামলতার আবরণে,
আর আবার কবে মানুষ ধরিত্রীকে নিঃস্ব
নগ্ন ক'রে রেখে গেল।

মাঠ থেকে শস্য এল গৃহে–ধান্য ও যব, গম ও
ভুট্টা, জোয়ারি...
মৃত্তিকা ও মেঘ, সূর্য ও বায়ুর
মিলন সার্থক হ'ল।

আকাশের আলো স্তিমিত হ'য়ে এল শ্রান্ত মানুষ
ও পশুর সঙ্গে
আনন্দের অবসাদে।
সর্বস্ব রিক্ত প্রান্তরের নিঃশব্দ হাহাকারের ওপর
রাত্রি বুলালে অন্ধকারের সান্ত্বনা।
কাল পৃথিবীতে ব্যস্ততা জাগবে, শস্য বহনের আর বিতরণের
আর হায়, লোভের সংগ্রাম।
আজ শান্তি!
মাঠের শস্য গৃহে এল,
এল মানবের শক্তি ও যৌবন,
এল নারীর রূপ ও করুণা,
পুরুষের পৌরুষ,
ভবিষ্যৎ মানব-যাত্রীর পাথেয়।
সমস্ত ভাবিকালের ইতিহাসে,
মানবের কীর্তি-কাহিনীর তলায় অদৃশ্য অক্ষরে
এই শস্যের আগমনী
লেখা থাকবে নাকি?

BANGLADARSHAN.COM

নীল দিন

কত বৃষ্টি হয়ে গেছে,
কত ঝড়, অন্ধকার, মেঘ,
আকাশ কি সব মনে রাখে!

আমারও হৃদয় তাই
সব কিছু ভুলে গিয়ে
হ'ল আজ সুনীল উৎসব!

তুমি আছো, তুমি আছো,
এ বিস্ময় সওয়া যায়নাক;
অরণ্য কাঁপিছে।
মনে-মনে নাম বলি,
আকাশ চুইয়ে পড়ে
গলানো-সোনার মতো রোদ।

BANGLADARSHAN.COM

গলানো-সোনার মতো
রোদ পড়ে সব ভাবনায়;
সোনার পাখায়,
গাহন করিতে ওঠে
নীল বাতাসের স্রোতে
রৌদ্রমত্ত পায়রার ঝাঁক।

এ নীল দিনের শেষে
হয়তো জমিয়া আছে
সূর্য মোছা মেঘ রাশি-রাশি;
তবু আজ হৃদয়ের
ভরিয়া নিলাম পাত্র
এই নীল স্বপ্নের সুধায়।

হৃদয়েরে কত পাকে
স্মরণ জড়ায়ে রাখে
মরণ শাসায়।
তবু মুহূর্তের ভুল,–
ক্ষীণায়ু স্ফুলিঙ্গ তবু
অন্ধকারে হাসিয়া উঠুক।

শীতল শূন্যতা হ'তে
উল্কা আসে পৃথিবীর
নিষ্করুণ নিশ্বাসে জ্বলিতে
'স্টেপি'র দিগন্তে দেখি
আগু-পিছু তুষারের
মাঝখানে ফুলের প্লাবন।

তোমার নয়ন হ'তে
আজিকার নীল দিন
জীবনের দিগন্তে ছড়ায়;
মিছে আজ হৃদয়েরে
স্মরণ জড়াতে চায়
মরণ শাসায়।

BANGLADARSHAN.COM

কাল রাত

আমি তো এখানে ব'সে
তোমার স্বপন দেখি,
তুমি কি করিছ, জানিনাকো।
আমি তো মুহূর্ত স্রোতে চলেছি উজান ঠেলে
যেখানে কাঁপিছে কাল রাত।

তোমার স্বপন দেখি,
সে-স্বপনে তুমি কতটুকু!
একগুচ্ছ চুল,
কানের দুলের পাশে
নেমেছে শিথিল হয়ে
মেদুর মেঘের রাত থেকে।

আর লঘু
অতি লঘু হাসি,
—শব্দ নয়;
মশলার দ্বীপ থেকে ভেসে-আসা গন্ধ শ্বাস
পলাতক, অপ্সরা-অস্ফুট।

কত যে সাগর আছে;
কত দূর পৃথিবীর তটে
আছাড়িয়া পড়ে রাত্রিদিন।
আমি জানি তার চেয়ে
উতল সাগর এক,
—তার মাঝে চেতনা বিলীন।

টেবিলেতে স্তূপাকার
কত কাজ কত যে ভাবনা।
পৃথিবী তো মানেনাকো
পৃথিবী তো জানেনাকো
কাল এক রাত এসেছিল।

BANGLADARSHAN.COM

কাজের কলম চলে;
আমার হৃদয় চলে
মুহূর্ত-স্রোতের সাথে যুঝে,
যেখানে নিবিড় রাত
যেখানে গহন রাত
কাঁপে কাল
তোমার আমার।

BANGLADARSHAN.COM

ঝড় যেমন করে জানে অরণ্যকে

ঝড় যেমন ক'রে জানে অরণ্যকে
তেমনি ক'রে তোমায় আমি জানি।
দুরন্ত নদীর ধারা যেমন ক'রে দেখে
আকাশের তারা
–সেই আমার দেখা।
স্থির আমি হই না,
আমার জন্যে নয় প্রশান্তির পরিচয়।

কেমন ক'রে আমি বোঝাই আমার ব্যাকুলতা!
বাতি দিয়ে কি হয় বিদ্যুতের ব্যাখ্যা?
সাগরের অর্থ মেলে সরোবরে?
একটা মানে আছে পালিত পশুর চোখে,
আর একটা মানে বন্য শ্বাপদের বুকে;
বৃথাই এ দুই-এর মিল খোঁজা!
আমি থাকি আমার উদ্দামতায়;
চেও না আমায় বশ করতে,
সহজ করতে।

কে জানে হয়তো আমার জানাই
সত্যকারের জানা।
দুলে না উঠলে আকাশের বুঝি
মানে হয় না,
পৃথিবীকে নাড়া দিয়ে সত্য করতে হয়।

তুমি আমার আকাশ,
–আমার দুরন্ত স্রোতে কম্পমান
তোমার পরিচয়!
তুমি আমার অরণ্য!
আমার ঝঞ্ঝাবেগের
প্রশ্রয় ও প্রতিবিম্ব।

BANGLADARSHAN.COM

জাহাজের ডাক

শুনি জাহাজের ডাক
সুদূর বন্দরে,
ডাকে সারা রাত।
সাড়া কেউ দেয় না তো
ওরা তো ঘুমায়, তবে,
তুমি, আমি কেন বা অস্থির!

এখনো অনেক দেশ,
জানি, পদচিহ্নহীন
দুঃসাহসী নাবিকের লাগি';
অনেক প্রবাল-দ্বীপ
নারিকেল-গ্রীবা তুলি'
দিগ্বলয়ে নয়ন বুলায়।

BANGLADARSHAN.COM

তবু, আর কতকাল
স্বর্ণ-মৃগ সম করি
পলাতক দিগন্ত-শিকার!
হৃদয় কুলায় চায়;
পাহাড়ের মতো ধ্রুব
চায় মন সীমান্ত-নির্ণয়।

উধাও সাগর-পাখি
তারাও ডানা বুজে এল
সুদুর্গম শৈলচূড়া-নীড়ে।
এ তরণী কোনদিন
গভীর শিকড় মেলি
আবার হবে না ফিরে তরু?
জানালা রুধিয়া দাও,

জাহাজ ডাকিয়া যাক
সুদূর বন্দরে।
দিগন্ত-পিপাসা যদি
কিছুতে না মেটে, তবে,
এসো খুঁজি দু'জনার চোখে।

BANGLADARSHAN.COM

তামাসা

তামাশাটা রেখো মনে
ইলেকট্রনের মরীচিকার এই তামাশা।
মেঘের রঙিন পাড় বুনেছে পড়ন্ত রোদ,
আর মাটির তরঙ্গ গিয়ে মিশেছে নীল দিগন্তে।
রাতের বৃষ্টি-ভেজা শহরে,
পথের খোদলে-খোদলে গ্যাসের আলো আছে জ'মে,
পিচের ওপর যাচ্ছে পিছ্‌লে।

ভালো লাগলো বুঝি,
ভালো লাগলো আকাশের তারা আর ঘাসের ফুল
আর তার চোখের সেই দীর্ঘ পল্লব
ঘন মেঘের মতো যা রহস্য-ছায়া ফেলে
অতল তার চোখের হ্রদে!

BANGLADARSHAN.COM

কবে দেখেছ অসহায় শিশুর মুখ
পথের ধারে?
কবে, নিঃসঙ্গ বিনিদ্র রাতে,

সান্ত্বনাহীন সেই কান্না কেঁদেছ, আত্মার পরাভবে,
শুধু যৌবন যা কাঁদতে পারে?
জেনেছ কোনদিন
অতর্কিতে মৃত্যুর অসীম অতল হতাশা,
অর্থহীনতায় ভয়ংকর!
এ সবই তোমার ভ্রান্তি শুধু
তোমার মরীচিকা!

বিধাতা ভাবেন ইলেকট্রনের গণিতে।
ছায়াপথ ছাড়িয়ে
অসীম আকাশ জুড়ে
নীহারিকাপুঞ্জে তাঁর অঙ্কের খেলা।

পথের ধারে
বেড়ায় ঘেরা বিদেশী গাছ
যেদিন চমকে দেবে হঠাৎ পুষ্পিত আহ্বানে,
আর সাধ হবে যেদিন
তার কালো চুলে সমস্ত চেতনা ঢেকে দিতে,
ভুলো না সেদিন ইলেকট্রনের এই তামাশা।

তুমি ভালোবাসো আর কাঁদো
আর নিরুত্তর আকাশে পাঠাও
আত্মার নিরুদ্দেশ জিজ্ঞাসা;
বিধাতা ভাবেন শুধু ইলেকট্রনের গণিতে
নির্বিকার নির্ভুল অঙ্কের হিসাবে।
মনে রেখো ইলেকট্রনের তামাশা!

কিন্তু কেনই বা মনে রাখবো?
আকাশে থাকুক জটিল দেশ-কাল-জড়ানো জ্যামিতি
সৃষ্টিময় অনন্ত অঙ্কের কাটাকাটি;
আমার থাক
সমস্ত অঙ্কের এ-পিঠে
মিথ্যা মরীচিকার এই ব্যঙ্গ,
নেশার রঙে টলমল
এই মুহূর্ত-বুদ্বুদ,
জন্ম, মৃত্যু, প্রেম,
আনন্দ, বেদনা আর নিষ্ফল এই
আত্মার আকুতি।
জানি, এ-পিঠে নেইক কোনো মানে।
তবু কি হবে তলিয়ে দেখে
এই তামাশা।

BANGLADARSHAN.COM

নীলকণ্ঠ

হাওয়াই দ্বীপে যাইনি, দক্ষিণ সমুদ্রের কোন দ্বীপপুঞ্জে।
তবু চিনি ঘাসের ঘাগরা-পরা ছায়াবরন তার সুন্দরীদের;
–বিদেশী টহলদারের ক্যামেরা-কলুষিত চোখে নয়।
দেখেছি তাদের ঘাসের ঘাগরার নাচের ঢেউ-এর হিল্লোল,
নোনা হাওয়ার দমকে-দমকে যেমন নারকেল বনের দোলা।
মোহিনী পলিনেসিয়া!
মহাসাগরে ছড়ানো
ভেঙে-যাওয়া ভুলে-যাওয়া কোন সুদূর সভ্যতার নাকি ভগ্নাংশ!
আমি জানি,
সমুদ্রের ঔরস্যে
প্রবাল-দ্বীপের গর্ভে তার জন্ম!

সূর্যের ঔরসে
মহারণ্যের গর্ভে যার জন্ম,
আঁধারবরন সেই আফ্রিকাকেও জানি;
–শৌখিন শিকারী আর পণ্ডিত-পর্যটকের চোখে নয়।

অরণ্য-চোয়ানো ঝাপসা আলোয়,
কি, দিগন্ত-ছোঁয়া ফেল্ট-এর চোখ-ঝলসানো উজ্জ্বলতায়
উদ্দাম আঁধারবরন আফ্রিকা!
কণ্ঠে তার দুরন্ত আরণ্য উল্লাস
–হে-ইডি, হাইডি, হা-ই!

হে-ইডি, হাইডি, হা-ই!
কালো চামড়ার ছোঁয়াচ বাচাতে
কালো মনের ছোঁয়াচে রোগে জর্জর
দুর্বল ক্লীবের প্রলাপ-প্রতিধ্বনি নয়।
রাত্রি-নিবিড়, অরণ্য-গহন আফ্রিকার
রোমাঞ্চিত উত্তাল উচ্চারণ,
–হে-ইডি, হাইডি, হা-ই!

BANGLADARSHAN.COM

...হে-ইডি, হাইডি, হা-ই!
অরণ্য ডাকে ওই,–যাই!
সিংহের দাঁতে ধার, সিংহের নখে ধার,
চোখে তার মৃত্যুর রোশনাই!
–হে-ইডি, হাইডি, হা-ই!

বন-পথে বিভীষিকা, বিঘ্ন,
আমাদেরও বল্লম তীক্ষ্ণ!
কাপুরুষ সিংহ তো মারতেই জানে শুধু
আমরা যে মরতেও চাই!
হে-ইডি, হাইডি, হা-ই!

মেয়েদের চোখ আজ চকচকে ধারালো;
নেচে-নেচে ঢেউ তোলা, নাচের নেশায় দোলা
মিশ্‌কালো অঙ্গে কি চেক্‌নাই!
মৃত্যুর মৌতাতে বুঁদ হ'য়ে গেছি সব,
রমণী ও মরণেতে ভেদ নাই!
হে-ইডি, হাইডি, হা-ই!...

হে-ইডি, হাইডি, হা-ই!
আমাদের গলায় কই সেই উদ্দাম উল্লাস,
ঘাসের ঘাগরায় দুরন্ত সমুদ্র-দোলা?
কেমন ক'রে থাকবে?
আমাদের জীবনে নেই জ্বলন্ত মৃত্যু,
সমুদ্র-নীল মৃত্যু পলিনেসিয়ার!
আফ্রিকার সিংহ-হিংস্র মৃত্যু!
আছে শুধু স্তিমিত হ'য়ে নিভে যাওয়া,
–ফ্যাকাশে রুগ্ন তাই সভ্যতা।

সভ্যতাকে সুস্থ করো, করো সার্থক।
আনো তীব্র, তপ্ত, ঝাঁঝালো মৃত্যুর স্বাদ,

BANGLADARSHAN.COM

সূর্য আর সমুদ্রের ঔরসে,
যাদের জন্ম,
মৃত্যু-মাতাল তাদের রক্তের বিনিময়।

ভরাট-করা সমুদ্র আর উচ্ছেদ-করা অরণ্যের জগতে
কি লাভ গ'ড়ে কৃমি-কীটের সভ্যতা,
লালন ক'রে স্তিমিত দীর্ঘ পরমায়ু
কচ্ছপের মতো?
অ্যামিবারও তো মৃত্যু নেই।
মৃত্যু জীবনের শেষ সার আবিষ্কার
আর
শিব নীলকণ্ঠ!

BANGLADARSHAN.COM

পলাতক

বজ্রগর্ভ মেঘ এক কাল রাত্রে এসেছিলো নগরের’ পরে,
ক্ষিপ্ত দানবের মতো ঘুরে-ঘুরে কারে যেন করিল সন্ধান।
রুদ্ধশ্বাস নগরের দীপগুলি গেল নিভে সভয়ে কম্পিত ;
বিছানায় জেগে ব’সে শুনিলাম ফুকারিছে যেন কার নাম।

অন্ধকার চূর্ণ ক’রে বজ্রাগ্নি জ্বালিল কত, ব্যর্থকাম তবু
ফিরে গেল অবশেষে, শেষ অভিশাপ রেখে অশান্ত তুফানে।
ঘুম আর এলো নাকো ; ঝটিকার আস্ফালনে সারা নিশিভোর
সমস্ত আকাশে যেন মুহুর্মূহুঃ উচ্চারিত সেই এক নাম।

সে-নাম শুনিনি কভু, তবু যেন মনে হয়, নয় সে অচেনা ;
এই নগরের পথে তারে যেন কোনোদিন দেখেছি কোথাও।
কোন স্বর্গ-বঞ্চনার পাতকে সে পলাতক দেবরোষ হ’তে,
বজ্রগর্ভ মেঘ কাল শঙ্কিত নগরে যার হেঁকে গেল নাম !

BANGLADARSHAN.COM

ভৌগোলিক

হিমালয় নাম মাত্র
আমাদের সমুদ্র কোথায় ?
টিমটিম করে শুধু খেলো দুটি বন্দরের বাতি।
সমুদ্রের দুঃসাহসী জাহাজ ভেড়ে না সেথা ;
–তাম্রলিপ্ত সকরুণ স্মৃতি।

দিগন্ত-বিস্মৃত স্বপ্ন আছে বটে সমতল সবুজ খেতের
কত উগ্র নদী সেই স্বপনেতে গেল ম'জে হেজে ;
একা পদ্মা মরে মাথা কুটে।
উত্তরে উত্তুঙ্গ গিরি
দক্ষিণেতে দুরন্ত সাগর
যে দারুণ দেবতার বর,
মাঠ ভরা ধান দিয়ে শুধু
গান দিয়ে নিরাপদ খেয়া-তরণীর,
পরিতৃপ্ত জীবনের ধন্যবাদ দিয়ে
তারে কভু তুষ্ট করা যায় !

ছবির মতন গ্রাম
স্বপনের মতন শহর
যত পারো গড়ো,
অর্চনার চূড়া তুলে ধরো
তারাদের পানে ;
তবু জেনো আরো এক মৃত্যু-দীপ্ত মানে
ছিলো এই ভূখণ্ডের,
–ছিল সেই সাগরের পাহাড়ের দেবতার মনে।
সেই অর্থ লাঞ্ছিত যে, তাই,
আমাদের সীমা হ'ল
দক্ষিণে সুন্দরবন
উত্তরে টেরাই !

BANGLADARSHAN.COM

কাক ডাকে

খাঁখাঁ রোদ, নিস্তব্ধ দুপুর ;
আকাশ উপুড় ক'রে ঢেলে-দেওয়া
অসীম শূন্যতা,
পৃথিবীর মাঠে আর মনে–
তারই মাঝে শুনি ডাকে
শুষ্ককণ্ঠ কাক !
গান নয়, সুর নয়,
প্রেম, হিংসা, ক্ষুধা–কিছু নয়,
–সীমাহীন শূন্যতার শব্দমূর্তি শুধু।

মানুষের কথা বুঝি শুনেছি সকলই ;
মনের অরণ্যে যত হাওয়া তোলে
কথার মর্মর,
–বেদনা ও ভালোবাসা
উদ্দীপনা, আশা ও আক্রোশ,
জেনেছি সমস্ত দোলা।
সব ঝড় পার হ'য়ে, আছে এক
শব্দের নীলিমা,
অন্তহীন, নিষ্কম্প, নির্মল।

কোথায় কাদের ছাদে সমস্ত দুপুর
কাক ডাকে, শুনি।
বোঝা আর বোঝাবার
প্রাণান্ত ক্লান্তির শেষে
অকস্মাৎ খুলে যায় আশ্চর্য কবাট।
কাক ডাকে, আর,
সে-শব্দের ধুধু করা অপার বিস্তার
হৃদয়ে ছড়ায় সব শব্দের অতীত
ধ্যান-গাঢ় প্রশান্তির মতো।

BANGLADARSHAN.COM

আবার বিকেল হবে,
রোদ যাবে প’ড়ে,
মানুষ মুখর হবে
মাঠে আর ঘরে।
বোঝাপড়া লেনদেন
প্রত্যহের প্রসঙ্গ প্রচুর
মন জুড়ে রবে।
ক্ষণে-ক্ষণে তবু সব সুর
কেটে দিতে পারে এক কাক-ডাকা গহন দুপুর।
সমস্ত অর্থের গ্রন্থি ধীরে-ধীরে খুলে,
প্রত্যহের ভাষা তার সব ভার ভুলে,
উত্তরিতে পাবে এক নিষ্কম্প নিথর
নভোনীল অপার বিস্ময়ে !

BANGLADARSHAN.COM

ইঁদুরেরা

ইঁদুরেরা সারারাত
অন্ধকারে চরে।
উর্ধ্বশ্বাস ছোটা আর রুদ্ধশ্বাস থামা,
দুরুদুরু বুক নিয়ে বিস্ফারিত চাওয়া–
ইতস্তত বিতাড়িত যেন সব
ছোট ছোট হীন তুচ্ছ ভয়,
জীবনের সুরে গাঁথা, তবু মৃত্যুময়।

সারারাত অন্ধকারে
শুনি তারা করে খুট্‌খাট্‌
দুর্বল লোভের গ্রাসে লুঠ করে
ভাঁড়ার ও মাঠ,
তারপর কণা-কণা রাত্রি মুখে ক'রে
ফিরে যায় আপন বিবরে।

BANGLADARSHAN.COM

কোন এক আদি যুগে আশ্চর্য সকাল
হঠাৎ ছড়িয়ে দিয়ে রোদমাখা উৎসুক দিগন্ত,
এদেরো তো দিয়েছিলো ডাক !
পাখিদের ঝাঁক
সহসা ডানার শব্দে সচকিত করেছে প্রান্তর ;
একবার চোখ তুলে ভীত ত্রস্ত পায়ে,
এরা ফের খুঁজেছে বিবর।

রাত্রির সঞ্চয় নিয়ে
এই সব শঙ্কাতুর আবছায়া মন
শুধু প্রাণ-দ্রোহ করে সুগভীর আঁধারে লালন।
দিনের তপস্যা হ'তে যত বাড়ে উজ্জ্বল প্রহর
ভরাট হয় না তবু জীবনের আদিম বিবর।

ফেরারী ফৌজ

নীলনদীতট থেকে সিন্ধু-উপত্যকা,
সুমের, আক্কাড আর গাঢ় পীত হোয়াংহোর তীরে,
বার-বার নানা শতাব্দীর
আকাশ উঠেছে জ্ব'লে, ঝলসিত যাদের উষ্ণীষে,
সেই সব সেনাদের
চিনি, আমি চিনি ;
–সূর্যসেনা তারা,
রাত্রির সাম্রাজ্যে আজো
সন্তর্পণে ফিরিছে ফেরারী।

মাঝরাতে একদিন
বিছানায় জেগে উঠে বসে,
সচকিত হ'য়ে তারা
শুনেছে কোথায় শিঙা বাজে,
সাজো সাজো, ডাকে কোন অলক্ষ্য আদেশ।
জনে-জনে যুগে-যুগে
বার হ'য়ে এসেছে উঠানে,
আগামী দিনের সূর্য দেখেছে আঁধারে
গুঁড়ো-গুঁড়ো ক'রে সারা আকাশে ছড়ানো।

সহসা জেনেছে তার,
এই সব সূর্য-কণা তিল-তিল ক'রে
ব'য়ে নিয়ে যেতে হবে কালের দিগন্তে,
রাত্রির শাসন-ভাঙা
ভয়ংকর চক্রান্তের গুপ্তচর রূপে।

এক-একটি সূর্য-কণা তুলে নিয়ে বুকে
দুরাশার তুরঙ্গে সওয়ার
দুর্গম যুগান্ত-মরু পার হবে ব'লে
তারা সব হয়েছে বাহির।

BANGLADARSHAN.COM

সুদূর সীমান্ত হায়
তারপর স'রে গেছে প্রতি পায়ে-পায়ে ;
গাঢ় কুজ্ঝটিকা এসে
মুছে দিয়ে গেছে সব পথ ;
ভয়ের তুফান-তোলা রাত্রির ভ্রুকুটি
হেনেছে হিংসার বজ্র।
দিগ্বিদিক-ভোলানো আঁধারে
কে কোথায় গিয়েছে হারিয়ে।

রাত্রির সাম্রাজ্য তাই এখনো অটুট !
ছড়ানো সূর্যের কণা
জড়ো ক'রে যারা
জ্বালাবে নতুন দিন,
তারা আজো পলাতক,
দলছাড়া ঘুরে ফেরে দেশে আর কালে।
তবু সূর্য-কণা বুঝি হারাবার নয়।
থেকে-থেকে জ্ব'লে ওঠে শানিত বিদ্যুৎ
কত ম্লান শতাব্দীর প্রহর ধাঁধিয়ে
কোথা কোন লুকানো কৃপাণে
ফেরারী সেনার।

এখনো ফেরারী কেন ?
ফেরো সব পলাতক সেনা
সাত সাগরের তীরে
ফৌজদার হেঁকে যায় শোনো ;
আনো সব সূর্য-কণা
রাত্রি-মোছা চক্রান্তের প্রকাশ্য প্রান্তরে।
—এবার অজ্ঞাতবাস শেষ হ'ল ফেরারী ফৌজের।

BANGLADARSHAN.COM

সুড়ঙ্গ

রেলের আঁধার সুড়ঙ্গটা
ঝাঁপিয়ে এল হঠাৎ,
আদিমকালের হিংস্রলোলুপ বিভীষিকার মতো।
মুছলো আকাশ, ডুবিয়ে দিলো
কোন পাহাড়ের গহন বুকের ভেতর।

অন্ধকারের নিরেট দেয়াল,
জলের ঝিরিঝিরি,
না-দেখা সব চাকার ঘরঘরানি,
সব ছাড়িয়ে তলিয়ে গেলাম
কালো কঠিন পাতাল-চেতনায়।
চিনি তো জল, আকাশ, মাটি
মরণ-ভীরু রৌদ্রপায়ী জানি প্রাণের লীলা ;
হঠাৎ যেন এ-সব চেনার অতীত
গিরির গহন হৃদয় থেকে
উৎসারিত নিকষ কালো কোমল বিকিরণে
পেলাম আরেক দিশা।

একটুখানি সবুজ প্রলেপ,
একটুখানি সুনীল জলের দোলা,
উঁচু ঢিবির ক'টা শুধু তুষার-শাদা চুড়ো ;
তারই মাঝে মৃত্যু-নিষেধ-গণ্ডী-টানা খাতে
দিগ্বিদিকে হন্যে হ'য়ে
হাতড়ে-ফেরা ব্যাকুল জীবনধারা–
হে ধরণী তোমায় শুধু ওইটুকুতেই জানি।

জানি না তো তারই অন্তরালে
গূঢ় গভীর বিরাট হৃদয় জুড়ে
কি যে শপথ লালন করো,
বহ্নি-তরল, লৌহ-কঠিন তবু !

BANGLADARSHAN.COM

সূর্যে তোমার নিষ্ঠা অটুট,
আকাশে তাই বাতিল করো ছুটি ;
আত্মা তোমার তবু জানি
আরেক তপোমগন।

তারা হ'য়ে জ্বলবে নাকো
সূর্য হ'য়ে পালবে নাকো গ্রহ,
কোটি আলোক-বর্ষ দূরে
দীপ্তি তোমার পৌঁছবে না কভু।
মহাকাশের ধূলোর কণা–
হে ধরণী ধেয়াও তুমি
সে কোন শীতল সৃষ্টিছাড়া শিখা !

আপন বুকের কঠিন তপের তাপে
জড়ের প্রান্তে ছোঁয়াও প্রাণের জাদু,
প্রাণের আঁধার ভেঙে-ভেঙে
নতুন ছাঁচে গড়ো বারংবার
তৃপ্তিবিহীন কত না কল্পান্ত,
সেই অপরূপ পরম শিখার লাগি–
সর্ব-তিমির-বিদার যাহা
আলোর চেয়ে নিবিড় গাঢ় গূঢ়
চেতনা-বর্তিকা।

মহাকালের পলক-পড়া
আমাদের এই ক্ষণিক ইতিবৃত্তে,
সেই তপস্যা হ'তে,
একটি দুটি স্ফুলিঙ্গ কি ছিটকে এসে পড়ে ?
উদ্ভাসিত সৃষ্টি হঠাৎ
চমকে উঠে থাকে স্পন্দমান।

জরা-মরণ-জর্জরিত,
রক্তলোলুপ দন্তে নখে
হানাহানির উদ্বেলিত জীবন-সীমা থেকে

BANGLADARSHAN.COM

তোমার শপথ নিমেষ তরে
বুঝিবা টের পেয়ে
আশাতে বুক বাঁধি।

আলোয় যাহা পেয়েও হারাই,
আজ সুড়ঙ্গ-পথে
সেই শপথের ছোঁয়ায় যেন
গভীর আমার মনে
অয়স্কঠিন ব্রত কোনো, জন্ম নিতে চায়।

BANGLADARSHAN.COM

জনৈক

নাম তার জানিনাকো ;
শুধু জানি ধরণীর ধূলিয়ান আশার প্রতীক
আছে এক করুণ পথিক,
–যুগে-যুগে সব যুদ্ধে হেরে-ফিরে-আসা
ক্লান্ত পদাতিক।

সব জনতার মাঝে বুঝি মিশে থাকে,
ছিলো চিরকার ;
তবু তারে কারো মনে নাই।
অমরত্ব-লোভী কোনো ফারাও-এর মৃত্যু-সমারোহ
সেও ব'য়ে নিয়ে গেছে অগণন বাহকের সাথে
গিজে না মেদুমে ;
মুহূর্তের পদচিহ্ন এঁকে দিয়ে তপ্ত বালুকায়
জনারোণ্যে গিয়েছে হারিয়ে।

BANGLADARSHAN.COM

শ্রাবস্তীর জেতবনে
সুগতের মহা উপস্থানে
সেও বুঝি কোনোদিন দূর হ'তে করেছে প্রণাম,
হয়েছে সিঞ্চিত
প্রসন্ন সে-নয়নের করুণা-কিরণে।

গ্যালিলির হ্রদের কিনারে
শুনেছে সুসমাচার বিস্মিত বিহ্বল ;
তারপর সেও বুঝি মানব-পুত্রেরে
বিকায়ে দিয়েছে শুধু এক মুষ্টি স্বর্ণ-বিনিময়ে
আঁধারের পূজারীর কাছে।

বাস্তিলের চূর্ণ ভিত্তিমূলে
তারও বুঝি আছে পদাঘাত,
তারও ক্ষমাহীন ঘৃণা
গিলোটিন করেছে শানিত,

তারপর সীমাহীন ‘স্টেপি’র তুষারে
দিগ্বিজয়ী সম্রাটের সূর্যাস্ত-সংকেত
এঁকে দিয়ে গেছে নিজ হৃদয়-শোণিতে।

ইতিহাসে নিরন্তর
চিহ্নহীন তার পদধ্বনি
বেজে-বেজে চলে,
বিপ্লব-আবর্ত ছন্দে
কভু দ্রুত, কভু বা মন্থর
দুর্বিষহ জীবনের ভারে।

হিংসার ঝটিকা ওঠে,
ঢল নামে ভীতি আর মূঢ় বিদ্বেষের।
মৃত্যুবাহ দুর্ভিক্ষ ও মড়কের
দিগ্বিদিক ঢেকে-দেওয়া শকুন-ডানার
ছায়া পড়ে গাঢ় হ’য়ে ;
ক্ষীণ তার পদশব্দ
জীবনের সমস্ত কল্লোলে
তবু মিশে থাকে।

তারই সাথে সেদিন সহসা
দেখা হ’য়ে গেল যেন পথের কিনারে।
নগর উৎসবে মত্ত ;
কল্লোলিত জনতার স্রোত
পথ দিয়ে ব’য়ে যায় দুরন্ত উল্লাসে ;

নিশান উড়িছে ঊর্ধ্বে
শঙ্কাহীন স্বপনের মতো।
এরই মাঝি জানি না কখন
দাঁড়ায়েছে এসে পাশে।
ম্লান কণ্ঠে শুধায়েছে
ঠিকানা কোন সে বুঝি অখ্যাত গলির ;
–সেথায় সে যেতে চায়, জানে নাকো পথ।

BANGLADARSHAN.COM

হেলাভরে দিইনি উত্তর

কিছুক্ষণ পরে দেখি সে গিয়েছে মিশে জনতায়।

ফিরেছি উৎসব হ'তে উদীপ্ত হৃদয়ে
তবু যেন থেকে থেকে কি এক বিষাদ
ছুঁয়ে যায় মন ;
ভোলা যেন যায়নাকো নাম এক অচেনা গলির
আজো যার পাইনি ঠিকানা।

BANGLADARSHAN.COM

আদ্যিকালের বুড়ি

এক যে ছিল অ্যামিবা,
আদ্যিকালের বুড়ি ;
রোগ ছিল তার খাই-খাই, আর
কিসের সুড়সুড়ি ;
–কিসের কে জানে !

নেইকো মরণ হতভাগীর
নেইকো কোথাও কেউ ;
ভেতরে তার ধুক্‌ধুকুনি,
বাইরে জলের ঢেউ।

মনের দুঃখে দু'খান হ'ল
লাগলো আবার জোড়া,
যোগ-বিয়োগের খেলায় ভাবে,
পাবে রোগের গোড়া।

BANGLADARSHAN.COM

কালে কালে কতই হ'ল
সেই অ্যামিবা মানুষ হ'ল,
মরার বাড়া গাল জানে না,
তবুও ওড়ার ঘুড়ি,
কেমন ক'রে সারবে যে তার
আদিম সুড়সুড়ি !

চোখ গজালো, কান গজালো,
আর কত কি,
দিগ্‌গজেরা বলে সব-ই
ভস্মে ঢালা ঘি !
–কিছু হয় না মানে।

পাখি

কত পাখি উড়ে চ'লে যায়।

সেই পাখি কখনো আবার
আসবে কি ফিরে–
গ্রীষ্মের দুপুর এক দিগন্ত বিস্তৃত
পুড়ে যাওয়া প্রান্তরের
তপ্ত তৃষা নিয়ে
যার ডাকে পেয়েছিলো ছায়া !
–ক'টি ফোঁটা ঘুম যেন
নিশুতি রাতের
ঝরেছিলো শুষ্কতালু মধ্যাহ্নের' পরে।
অনেক পুষেছি পাখি
অনেক খাঁচায়।

BANGLADARSHAN.COM

ছাদে ঢাকা যত ঘর
যত না দেওয়াল
দিগন্ত আড়াল-করা,
তত খাঁচা তত পোষা পাখি।
তারা শুধু নয় ফাঁকি,
কুচিকুচি নীলাকাশ
তারাই আমার,
তারাই গহন দূর বন।
তবু মন
না মানে সান্ত্বনা।
ধুধু করে চারিদিকে দিগন্ত মরুর
চেয়ে-চেয়ে ভাবি শুধু
সেই পাখি আজো কত দূর !

কোনোদিন কোনো জালে
পড়েনি সে ধরা

খাঁচায় যায় না তারে ভরা।
অকস্মাৎ কোনোদিন
উড়ে এসে বসে আলিসায়
স্নিগ্ধ চোখে চায়।
কণ্ঠে তার কাঁপে কোন সুর,
অসীম দুপুর
হঠাৎ স্তিমিত হ'য়ে আসে
বটের ছায়ায় ঘেরা
জলের ধারের ভিজে ঘাসে।

সে শুধু আকাশ নয়,
নয় শুধু বন
নয় শুধু বিফল স্বপন।
ভাবী সূর্য হ'তে ছেঁড়া
কোন এক ভয়ছাঁকা রোমাঞ্চিত রাত
—জীবনের আশ্চর্য সাক্ষাৎ !

BANGLADARSHAN.COM

প্রেতায়িত

প্রেতের মতন এক ধূসর বিষাদ
এইখানে থাকে ;
এই নদীতীর থেকে ওপারের ধুধু-করা দিক-ছোঁয়া মাঠে
হারানো গ্রামের কোনো ভেঙে-পড়া মন্দিরের ত্রিশূল-চূড়ায়
আপনাকে মেলে দিয়ে কখনো-কখনো,
ধোঁয়াটে কুয়াশা গায়ে মাখে।

সমস্ত দুপুর ধ'রে
একা-একা ঘাটের কিনারে,
ঝাঁকড়া অশত্থ গাছে একটি কি দুটি পাতা নাড়ে,
দু'-একটা উদাস ভাবনা
হঠাৎ ভাসিয়ে দেয়
ঘুরে-ঘুরে খ'সে-পড়া শুকনো পাতায়।
কখনো বা স্তব্ধ হ'য়ে শোনে,
ঘুঘু নয়, কে গোঙায়
ধরণীর মনে।

যদি কোনোদিন ভুলে বোসো এসে ঘাটের ওপর
কোনো সন্ধ্যাবেলা,
তোমার হৃদয় নিয়ে ফিরে যেতে দেবে না একেলা।
তোমার জীবন ঘিরে যদি কারো নাম
দিগন্তরে মতো জাগে নিরুদ্দেশ তবু অবিরাম,
তার কোনোদিনকার চেপে-রাখা একটি নিশ্বাস
হয়তো লুকিয়ে এনে ছেড়ে দেবে অকস্মাৎ
ঝিরিঝিরি অশত্থের পাতা-কাঁপা কোমল আঁধারে।
অথবা ওপার থেকে
একটি করুণ তারা তুলে
গ'ড়ে দেবে যেন তার মুখ ;
—এই তার দুর্বোধ কৌতুক !

BANGLADARSHAN.COM

একবার ছোঁয়া যদি লাগে সে ভৌতিক,
তারপর হৃদয়ের কোথা কাল, কোথা দেশ, দিক !

BANGLADARSHAN.COM

কথা

তারপরও কথা থাকে ;
বৃষ্টি হ'য়ে গেলে পর
ভিজে ঠাণ্ডা বাতাসের মাটি-মাখা গন্ধের মতন
আবছায়া মেঘ-মেঘ কথা ;
কে জানে তা কথা কিংবা
কেঁপে-ওঠা রঙিন স্তব্ধতা।

সে-কথা হবে না বলা তাকে ;
শুধু প্রাণ-ধারণের প্রতিজ্ঞা ও প্রয়াসের ফাঁকে-ফাঁকে
অবাদ হৃদয়
আপনার সঙ্গে একা-একা
সেই সব কুয়াশার মতো কথা কয়।
অনেক আশ্চর্য কথা হয়তো বলেছি তার কানে।
হৃদয়ের কতটুকু মানে
তবু সে-কথায় ধরে !

তুষারের মতো যায় ঝ'রে
সব কথা কোনো এক উত্তুঙ্গ শিখরে
আবেগের।
হাত দিয়ে হাত ছুঁই,
কথা দিয়ে মন হাতড়াই,
তবু কারে কতটুকু পাই।

সব কথা হেরে গেলে
তাই এক দীর্ঘশ্বাস বয়,
বুঝি ভুলে কেঁপে ওঠে
একবার নির্লিপ্ত সময়।

তারপর জীবনের ফাটলে-ফাটলে
কুয়াশা জড়ায়,
কুয়াশার মতো কথা হৃদয়ের দিগন্তে ছড়ায়।

BANGLADARSHAN.COM

প্রাচীন পদ্ধতি কোনো

প্রাচীন পদ্ধতি কোনো
হৃদয়ের আষ্টেপৃষ্টে ফাঁস দিয়ে
রাখে সারাদিন।

শুধু একবার
যখন অনেক রাত
ঝিমঝিম ঝিঁঝিতে ঝাঁঝরা,
জানালায় বৃষ্টি এসে টোকা দিয়ে ডাকে,
খিল খুলে রোয়াকে দাঁড়াই,
তারাদের হাঁপ-ধরা হাওয়া বয়
শুনি সাঁইসাঁই।
হয়তো তখন,
দূরের বিদ্যুতে-কাঁপা ভিজে অন্ধকার হয়
ঠিক যেন তাকে মনে-পড়ার মতন।

BANGLADARSHAN.COM

প্রাচীন পদ্ধতি কোনো !
সে-পদ্ধতি কত বা প্রাচীন ?
আমার বুকের এই ধুক্‌ধুক্ ঢের পুরানো যে !
আদিম সাগর থেকে ধার-করা নোনা রক্ত
পুরানো তো আরো।

সে-রক্ত কি ঘড়ি ধ'রে ঠিক
হৃদয়ে জোগান দেবে রোজ শুধু নিয়ম মাফিক !
সাগরের সব নুন শোধ ক'রে তার
নেই আর চাঁদ-ধরা একটা জোয়ার ?
একটি কি নেই তার পাখি,
সুবিশাল শাদা ডানা মেলে
সময়ের সীমান্ত যে পার হ'তে সাহসী একাকী ?

বাড়িঘর ডিঙি আর সাঁকো
কতবার ভাঙাগড়া হবে জানিনাকো।

পৃথিবীর রোদ বৃষ্টি আলো অন্ধকারে
পোড় খেয়ে টোল খেয়ে
পাকা আর ঝানু হ'য়ে আমাদের খুলি আর হাড়,
আগামী কালের তাজা ফসল ফলাতে
বার-বার পলি প'ড়ে হ'য়ে যাক সার ;
একদিন কিন্তু হৃদয়ের
তার সাথে চেনা হয়।
যত-কিছু মোড়া আছে সব খুলে-খুলে
উজ্জ্বল হৃদয় গিয়ে ওঠে এক বিস্ময়ের কূলে
সময় ছাড়ানো।
বালুচর নদীজলে যত রোদ জ্বলেছে খানিক,
সূর্যতপ্ত যত গান গ'লে গেছে
আগেকার হারানো হাওয়ায়,
সব যেন মাছ হ'য়ে পাখি হ'য়ে রুপালি সোনালি
আর-এক মানে ফিরে পায়।
আর-এক নক্সা পায়
ছেঁড়াখোঁড়া ছড়ানো জীবন।

তবু থাকে প্রাচীন পদ্ধতি,
তবুও সময় ব'য়ে যায়।

রাতের শিশির ধ'রে ঘাসে-ঘাসে মাকড়ের জাল
যেমন জমিয়ে রাখে ঝকঝকে আশ্চর্য সকাল ;
তেমনই হৃদয়
তাই কটি মুহূর্তের করুণ সঞ্চয়
গোপন কাঁটার মতো বয়।

BANGLADARSHAN.COM

আরো এক

আরো একজন আছে
নাম যার ধরি না কখনো ;
মনে প’ড়ে যায় শুধু
কাজ সেরে খেত ও খামারে,
ঘাম মুছে এক হাতে
জীবনের বেড়াটার ধারে এসে দাঁড়াই যখন ;
শুনি তার নিশ্বাসেতে উথলায় রাতের আঁধার,
শিহরায় অরণ্য গহন।

এ-বেড়া হবো না পার ;
ঘরে ফিরে গিয়ে ফের
হেঁসেলের গন্ধ নিয়ে বুকে
আলো জ্বেলে মেলাবো হিসেব ;
যার কাছে যত দেওয়া-নেওয়া,
পাণ্ডা ও পুলিশ আর চালের আড়ত,
অতীত ও বর্তমান, দূর ভবিষ্যৎ।

সব বোঝাপড়া শেষে
তবু জানি কি রহিল ফাঁকি,
বিনিদ্র রজনী ধরি
রক্তাক্ত হৃদয় তাই গণিবে একাকী।

BANGLADARSHAN.COM

নিঃসঙ্গ

নদী যদি পড়ে পথে যেতে,
কেউ-কেউ চুপচাপ বসেনাকো গিয়ে তার ধারে।
প্রাণপণে অনেক কৌশলে
ইঁট কাঠ লোহা এনে পোল বাঁধে এপারে ওপারে।
তারপর চ'লে যায় আর কোনো পাহাড়ের লোভে,
সমারোহে সব সূর্য যেখানেতে ডোবে।

আর কেউ সেই তীর দেখে মেপে-মেপে,
তারপর বসে মাটি চেপে।
ঘাট বাঁধে, পাতে হাট ;
দেখিয়ে বিস্তর ঠাট,
যত পারে বড় ক'রে গড়ে গোলাঘর,
চুপিচুপি শুষে নেয় নদী ও প্রান্তর !

BANGLADARSHAN.COM

তারা জানে পাকাপোক্ত যতখানি ভিত,
জীবনের ততখানি জিত।
মোটা-মোটা থাম দিয়ে তারা তাই
উঁচু ক'রে কোঠাঘর তোলে,
নদী আর সময়ের ঢেউ যাতে
না পায় নাগাল।

আর যারা আছে সব
স্রোতে এসে স্রোতে ভেসে যায়,
গোলা থেকে কোঠাবাড়ি
যখন যেখানে যার আনাচে-কানাচে ঠেকে যায়,
খানিক দাঁড়ায় আর–
কুড়িয়ে যা পায় তাই খুঁটে নিয়ে খায়।

এদের কারুর সঙ্গে তোমার বনে না কোনোদিন ;
তবু তুমি নও বেদুইন।
দিগন্তের তারা নয়,

হৃদয়ের আরেক আকাশে
দুর্নিরীক্ষ্য কোনো এক নীল তারা হাসে।
চেনা তারে যায় কিনা, তাই স্রোতে ভাসো,
নায়ে তবু রাখো না নোঙর,
আবার কখন তীরে তার তরে বাঁধো খেলাঘর।
তবু প্রাণ কোনোখানে মেলে না শিকড়।

ওরা কেউ স্রোত চেনে, কেউ চেনে তীর,
তারো চেয়ে আরো সুগভীর
কে জানে পেয়েছে কিনা আর-কোনো মানে !
তোমার জীবন ফোটে
শুধু এক নীল তারা পানে।

BANGLADARSHAN.COM

তিনটে জোনাকি

একটি জানালা আর
জানালার ফাঁকে ক'টি তারা ;
তাই নিয়ে রাত প্রায় সারা।
মাঝে-মাঝে ঝিরঝিরে হাওয়া,
যেন কার চুপিচুপি গাওয়া
ভাষা-ভীরু সোহাগের গান–
মন যার খোঁজে না প্রমাণ।

আলো জ্বেলে খুলে আছি পাতা,
ধুধু করে শুধু শাদা পাতা।

এতক্ষণ ছিলাম একাকী,
ঘরে এল তিনটে জোনাকি।

BANGLADARSHAN.COM

নৌকো

মনে পড়ে
নুলিয়াদের সেই নৌকো,
ঢেউ-এর নাগাল ছাড়িয়ে
শুকনো বালির ওপর কাঠের ঠেকো দিয়ে আটকে রাখা !
মনে পড়ে
তারই ওপর গিয়ে বসেছিলাম
সেদিন প্রথম রাতে !

কৃষ্ণপক্ষের দ্বিতীয়া কি তৃতীয়া,
চাঁদ উঠতে আর দেরি নেই ;
সমুদ্রে যে তারই অস্থির উত্তেজনা,
হুহু-ক'রে-বওয়া হাওয়ায়
তারই উদ্দাম উদ্বেগ।

BANGLADARSHAN.COM

শুধু বসেছিলাম পাশাপাশি,
হাত তো ধরিনি, বলিনিও কিছু।
কিই বা বলবো সমুদ্রের চেয়ে ভালো ক'রে !
উদ্দাম হাওয়াতেই ছিলো আমার আলিঙ্গন ;
ছুঁইনি তাই।

মনে কি পড়ে,
হঠাৎ নৌকোটা উঠেছিলো দুলে,
বুঝি হাওয়ায় বালি স'রে গিয়ে
কাঠের ঠেকো একটু ন'ড়ে উঠে,
কিংবা বুঝি সমুদ্রেরই ডাকে ?
একটু শিউরে উঠেছিলে
হেসে উঠেছিলে তারপর।
'যদি...'
একই প্রশ্ন বুঝি উঠেছিলো
দু'জনের চোখে ঝিলিক দিয়ে।

যদি নৌকো যায় ভেসে
চাঁদ ওঠার এই থমথমে প্রহরে
তরল রাত্রির মতো নীলা-গলানো এই সমুদ্রে !
যদি নৌকো ভেসে যায় হঠাৎ
সম্ভবের এই কঠিন শাসন
কাঠের ঠেকোর মতো ঠেলে ফেলে !

তা কি কখনো যায় !
জানি, জানি এ যে নুলিয়াদের জেলেডিঙি
শুধু মাছ ধরতেই জানে।
সে-নৌকো থেকে নেমে এসেছি,
ফিরে এসেছি সেদিনকার সেই সমুদ্রতীর থেকে
বাঁধানো রাস্তার এই শহরে,
দেয়াল-দেওয়া এই ঘরে।

তবু জেনো সে-নৌকো কেমন ক'রে এসেছে সঙ্গে,
জেনো সে-নৌকো চিরদিন থাকবে তৈরি
সম্ভবের তীরপ্রান্তে
আশায় উদ্বেগে কম্পমান।

BANGLADARSHAN.COM

ফ্যান **

নগরের পথে-পথে দেখেছ অদ্ভুত এক জীব
ঠিক মানুষের মতো
কিংবা ঠিক নয়,
যেন তার ব্যঙ্গ-চিত্র বিদ্রূপ-বিকৃত !
তবু তারা নড়ে চড়ে, কথা বলে, আর
জঞ্জালের মতো জমে রাস্তায়-রাস্তায়,
উচ্ছিষ্টের আঁস্তাকুড়ে ব'সে ব'সে ধোঁকে
আর ফ্যান চায়।

রক্ত নয়, মাংস নয়,
নয় কোনো পাথরের মতো ঠাণ্ডা সবুজ কলিজা,
মানুষের সৎভাই চায় শুধু ফ্যান ;
তবু যেন সভ্যতার ভাঙেনাকো ধ্যান !
একদিন এরা বুঝি চষেছিলো মাটি
তারপর ভুলে গেছে পরিপাটি
কত ধানে কত হয় চাল ;
ভুলে গেছে লাঙলের হাল
কাঁধে তুলে নেওয়া যায়,
কোনোদিন নিয়েছিলো কেউ,
জানেনাকো আছে এক সমুদ্রের ঢেউ
পাহাড়-টলানো।

অন্ন ছেঁকে তুলে নিয়ে,
ক্ষুধাশীর্ণ মুখে যেই ঢেলে দিই ফ্যান
মনে হয় সাধি একি পৈশাচিক নিষ্ঠুর কল্যাণ ;
তার চেয়ে রাখি যদি ফেলে,
প'চে-প'চে আপন বিকারে
এই অন্ন হবে না কি মৃত্যুলোভাতুর
অগ্নি-জ্বালাময় তীব্র সুরা !

BANGLADARSHAN.COM

রাজপথে কচি-কচি এই সব শিশুর কঙ্কাল-মাতৃস্তন্যহীন,
দধীচির হাড় ছিলো এর চেয়ে আরো কি কঠিন ?

** ১৯৪৩ খ্রীষ্টাব্দে পঞ্চাশের মন্বন্তরের পরিপ্রেক্ষিতে লেখা

BANGLADARSHAN.COM

ছোঁয়া

সারাদিন ঘেঁষাঘেঁষি মানুষের ভিড়ে
কত ছোঁয়া লাগে সারা হৃদয়ে শরীরে।

রাত হ'লে একা ঘরে এসে
একে-একে সব দাগ মুছে দেখি শেষে,
একটি গভীর ছোঁয়া তবু লেগে আছে
হৃদয়ের একেবারে কাছে।

যে-শহরে শুধু ধুলো ধোঁয়া
সেখানে কোথায় এই ছোঁয়া
লেগেছিলো কার ?
কত ভাবি তবু মনে পড়েনাকো আর।

অপরিচিতের এই উদাসীন অচেনা নগরে
কাটালাম বহুদিন প্রবাসীর মতো,
শুনেছি অনেক নাম, ভুলে গেছি কত,
একা-একা হেঁটে-হেঁটে, গেছি কত দূর
তবু এতদিন দেখা পাইনি সে একটি বন্ধুর।

চোখ তারে চেনেনাকো
মন তার জানে না প্রমাণ,
চেতনার অন্য পিঠে শুধু
আজীবন ব'য়ে ফিরি সুগোপন এক অভিজ্ঞান।

অগণন মানুষের ভিড়ে
কখন সে-অভিজ্ঞান হ'লো বিনিময়
আনমনা জানে না হৃদয়।
তারপর নগরের দুটি বাতায়নে
একটি অতল রাত্রি বয় দুটি মন থেকে মনে।

BANGLADARSHAN.COM

প্রহসন

সূর্যের অঢেল রোদ পৃথিবী পেয়েছে এযাবৎ।
অরণ্য-রসনা বেয়ে
সেই রোদ নেমে গেছে
পৃথিবীর সুগভীর পঞ্জরের তলে
গাঢ় গূঢ় প্রস্তরে পুঞ্জিত।

তবু মানুষের বুকে
কী দুর্ভেদ্য কঠিন আঁধার !
কী আদিম অন্ধ বিভীষিকা
কবন্ধের মতো সেই মহারাত্রি-শাসিত শ্মশানে
হানা দিয়ে ফেরে !

এই তো শরৎ হাসে শুভ্র মেঘে কী প্রসন্ন হাসি !
জলে স্থলে কী মধুর মায়া !
—এ-বিদ্রূপ রাখো মহাকাল
কেন এই নিষ্ঠুর ছলনা ?
বুক যার অন্ধকার, চোখে তার এ-আলো নেভাও।

উদ্ভাসিত চেতনার অলীক এ-বিভ্রম ঘুচায়,
ডোবাও আদিম পঙ্কে,
নখ-দন্ত-আস্ফালিত
তামসিক জীবনের রুধিরাক্ত গহন প্রবাহে !
সেখানে শরৎ নেই ;
অর্থহীন হৃদয়ের সমস্ত সৌরভ।

শুধু আছে ভয় আর হিংস্র জয়োল্লাস,
শুধু মৃত্যু, শুধু প্রাণ-ধারণের শ্বাস,
শুধু জৈব, অন্ধ আত্ম-বিস্তার-তাড়না ;
তারই মাঝে নিহত চেতনা,
সর্বদায়মুক্ত।

BANGLADARSHAN.COM

সীমাহীন সময়ের এ ক্ষণিক মরীচিকা-মায়া,
মানুষের সভ্যতার এ দুঃসহ ব্যর্থ প্রহসন,
কেন আর ?

BANGLADARSHAN.COM

তিনটি গুলি

তিনটি গুলির পর
স্তব্ধ এক কণ্ঠরুদ্ধ রাত
ভুলে গেল চন্দ্রসূর্য
ভুলে গেল কোথায় প্রভাত।

তুমি কত কিছু দিলে
তপোদীপ্ত জীবনের সমস্ত বিভূতি ;
সূর্যের মতন দিলে সব পরমায়ু
বিকিরিত প্রেমে করুণায়।
আমরা দিলাম শেষে তুলি
তিনটি কঠিন ক্রূর গুলি।

প্রথম গুলির নাম
অন্ধ মূঢ় ভয়।
দ্বিতীয়টি আমাদের
নিরালোক মনের সংশয়।
বিবর-বিলাসী হিংসা
তৃতীয় গুলির পরিচয়।

তিনটি গুলির শব্দ !
অন্তহীন তার প্রতিধ্বনি
কেঁপে-কেঁপে দিগন্ত ছাড়ায়,
মানুষের ইতিহাস পার হ'য়ে যায়।

দূর ভবিষ্যৎ পানে চেয়ে-চেয়ে দেখি–
পিস্তলের শব্দ আর নয়।
অগণন মানুষের বুকে বেজে-বেজে
যুগ থেকে যুগান্তরে
প্রতিহত সেই শব্দ নিজেরে ভোলে যে ;

BANGLADARSHAN.COM

হ’য়ে ওঠে পরিশুদ্ধ
মৃত্যুজিৎ বাণী বরাভয়।
মারণ-অস্ত্রের নাদ পরম লজ্জায়
শান্তির অমৃত-মন্ত্রে পায় শেষে লয়।

BANGLADARSHAN.COM

জোনাকি-মন

এ এক জোনাকি-মন
জ্বলে আর নেভে,
অন্ধকার পার হ'বে ভেবে,
ইতি উতি ধায় ;
আলোর ছুঁতের মত
বিঁধে বিঁধে মহা যবনিকা
অনন্তের এক প্রান্তে
ঝিকমিক চেতনার পাড় বুনে যায়।
বিদ্যুতের ব্রত নিয়ে
এতটুকু সীমার আকাশে
ক্ষণে ক্ষণে এও চমকায়।

এ জোনাকি-মন জানি
কোনো দিন পাবে না উত্তর।
চারি দিকে অন্ধ রাত্রি তামসী, দুস্তর,
মৌন নিরন্তর।
তারই মাঝে জিজ্ঞাসার স্ফুলিঙ্গের মত
এ জোনাকি-মন যেন
অকারণে ফোটে আর ঝরে,
মিছে ভাবে, সব থাকা তার-ই
বৃন্ত ধ'রে।
তবু,
আঁধারের গূঢ় ধ্বনি
শুধু এ সৃষ্টির
ছপ্ ছপ্ বেয়ে চলা দমকে দমকে।
তারই ছন্দে জ্বলে, নেভে, চমকে চমকে
দপ্ দপ্ কি জোনাকি-মন ?
জানা না-জানার চেয়ে চায় কোনো
অন্য উত্তরন !

BANGLADARSHAN.COM

সাগর থেকে ফেরা

নীল ! নীল !
সবুজের ছোঁয়া কি না, তা বুঝি না,
ফিকে গাঢ় হরেক রকম
কম-বেশী নীল !
তার মাঝে শূন্যের আনমনা হাসির সামিল
ক'টা গাঙ্ চিল।

ভাবি, বলি, সাগরের ইচ্ছে,
সাদা ফেনা থেকে যেন
শাঁখ-মাজা ডানা মেলে
আকাশের তল্লাশ নিচ্ছে।

মিথ্যেই
মিল-খোঁজা মন চায় উপমা।
নেই, নেই !
হৃদয় দুচোখ হয়ে, শুধু গেয়ে ওঠে,
সেই ! সেই !

মাটি, গাছ, তীর সব একেবারে ফেলে দিয়ে আসা,
সুবিশাল ডানা মুড়ে
নোনা ঢেউএ আলগোছে ভাসা,
কূল-ছাড়া জল আর
মেঘ, তারা, হাওয়া নিয়ে থাকা,
সময়ের নীলে শুধু
উদ্দাম অবিরাম আলপনা আঁকা,
কি যেন কি যেন ঠিক
মন দিয়ে জানতে না জানতে,
স্টীমার পৌঁছে যায়
আজ-কাল-পরশুর প্রান্তে।

BANGLADARSHAN.COM

কবি

আমাদের কথা কেউ সব জেনে নিয়ে,
তবু প্রমাণের খোঁজে, খুঁড়ে খুঁড়ে চলে যায়
কথার ওপারে। তারপর ফিরে চেয়ে দেখে এই
জন-গণ-মন, অলীক শব্দের জালে
কিভাবে জড়ানো।

মাপা দিন, বাঁচার লাইন
পরিপাটি পাতা ব'লে, গড়গড় অনায়াসে
চলে যায় বটে স্বচ্ছন্দ মসৃণ,
বরাদ্দ মাফিক ক্ষুধা
মিটিয়ে উচ্ছিষ্ট অনুভবে ;
কিন্তু আলগা মুহূর্তও আচমকা কখনো কখনো
পায়ের নিচের মাটি সরিয়ে দেখায় ধু-ধু ধাঁধা
অতল-বিহ্বল।

BANGLADARSHAN.COM

চিহ্নিত সে জন তাই কথার পিছনে উপনীত
হয়েও ফিরেই আসে আমাদের প্রাঙ্গণে প্রান্তরে,
সেধে নিয়ে দায়,
শব্দের খোলস খুলে, অকপট খুঁজে খুঁজে ফেরে
অবিকল অনির্বচনীয়।

আমাদের নাম, ধাম, সব পরিচয়,
তার চোখে পড়ি যদি
দুঃসহ সে বিদ্যুৎ-বিস্ময়।

হারিয়ে

কোনো দিন গেছ কি হারিয়ে
হাট-বাট নগর ছাড়িয়ে
দিশাহারা মাঠে,
একটি শিমুলগাছ নিয়ে
আকাশের বেলা যেথা কাটে ?

সেখানে অনেক পথ খুঁজে
পৃথিবী শুয়েছে চোখ বুজে
এলিয়ে হৃদয়।
শিয়রে শিমুল শুধু একা
চুপ করে' রয়।

পথ খুঁজে যারা হয়রান
কোনো দিন সেই ময়দান
তারা পেয়ে যায়।
হঠাৎ অবাক্ হয়ে
আশে পাশে ওপরে তাকায়।

কোনো পথ যেখানেতে নেই
সেখানেই মেলে এক খেই
আরেক আশার।
সব পথ হারাবার পর
বুঝি খোঁজ মেলে আপনার।

একদিন যেই না হারিয়ে
চেনা মুখ শহর ছাড়িয়ে
অজানা প্রান্তরে,
একটি শিমুল আর আকাশ যেখানে
মুখোমুখি চায় পরস্পরে।

BANGLADARSHAN.COM

দুপুর

রাস্তা পিচের, বাস-টা নতুন
ঝাঁকানি নেই।
ভিড় কি ছিল ?
ফোস্কা-পড়া তাত,
হল্‌কা-ওঠা আঙরা-রাঙা ডাঙা
চোখ ঝলসায়, মন ঝিম্‌ ঝিম্‌
কোথায় যে গেছলাম !

নেইকো মনে। অনেক যাওয়া-আসায়
জ্বলন্ত এক ছায়া-শোষা তেষ্টা-ফাটা দুপুর।
শেষ নেইকো ঊর্ধ্বশ্বাসের পারেও।

ভাঙা ঘরটা, চাল নেইকো, দরজা হাঁ হাঁ ফোকর
শুকনো নালা, ন্যাড়া সজনে, ধ্বসা ইটের পাঁজা,
খাঁ খাঁ রোদে ঝিমোয় দূরে গ্রাম।
দিক্‌-ভোলানো দুপুর বেলায়
কোথায় যে গেছলাম !

ঠিকানা আজ না থাক মনে
স্মৃতির তেপান্তরে,
হারিয়ে-যাওয়া সেই দুপুরের
আগুন ঝরে।

শ্যাওলা ঘাটের কত দীঘির
শীতল কালো জল,
কত নদীর হঠাৎ অবাক্‌ নীল,
ঘন বনের সবুজ আঁধার
লেপে লেপেও তবু
জ্বালার আরাম কই !
দারুণ দিনের সেই যাওয়া যে কাকে খুঁজতে যাওয়া
নেইকো মনে, জ্বলে শুধু আজো খোঁজ-না-পাওয়া।

BANGLADARSHAN.COM

জং

হাওয়া বয় সনসন
তারারা কাঁপে,
হৃদয়ে কি জং ধরে
পুরানো খাপে !
কার চুল এলোমেলো,
কিবা তাতে এলো গেলো !
কার চোখে কত জল
কে বা তা মাপে ?

দিনগুলি কুড়োতে,
কত কি তো হারালো।
ব্যথা কই সে ফলা-র
বিঁধেছে যা ধারালো !

BANGLADARSHAN.COM

হাওয়া বয় সনসন
তারারা কাঁপে।
জেনে কিবা প্রয়োজন
অনেক দূরের বন
রাঙা হ'ল কুসুমে, না,
বহ্নি-তাপে ?
হৃদয় মরচে ধরা
পুরানো খাপে !

দ্বীপ

সাগরের পাখিদের একান্ত আপন
এখনো নির্জন দ্বীপ আছে এক দূর দ্রাঘিমায়
তট তার সুকঠিন রূঢ় রুক্ষ শিলার ভ্রূকুটি,
সীমা তার ঊর্ধ্বফণা সমুদ্রের তরঙ্গ-বলয়।

সেই দ্বীপে ঠেকে ভাঙ্গে
কোনো কোনো জাহাজের হাল।
দুঃসাহসী নাবিকেরা বিপথ-বিলাসী
বারেক সে দ্বীপে বুঝি হয় নির্বাসিত।

তারপর অবিরাম শুধু এক অস্থির কল্লোল !
চোখে শুধু নীল এক সীমাহীন বিস্ময়-বিস্তার।

জনাকীর্ণ নগরের পথে পথে যত
সংগ্রহ ও চতুর সঞ্চয়,
নানা মূল্যে কেনা যত
বহুবর্ণ বেশ আর ভূষা
বন্দরে বন্দরে,
ধীরে ধীরে এই দ্বীপে
রোদে জলে উদ্দাম হাওয়ায়
একে একে ক্ষ'য়ে ক্ষ'য়ে খ'সে খ'সে যায়।
ঘুরে ফিরে এদিক-ওদিক
পরিশ্রান্ত নিঃসঙ্গ নাবিক
দ্বীপের নির্ঝর-কুণ্ডে একদিন দেখে সবিস্ময়
ছায়া ফেলে আছে তার-ই আপনার উলঙ্গ হৃদয়।
অকস্মাৎ সে ভীষণ নির্লজ্জ সাক্ষাৎ
শুধু বুঝি আনে অপঘাত।

দিক্‌চক্রবালে যবে দেখা দেয় উৎসুক মাস্তুল,
উদ্‌ভ্রান্ত ব্যাকুল
কেউ কেউ ভুলে গিয়ে সমস্ত সঙ্কেত

BANGLADARSHAN.COM

চেয়ে রয় শুধু হতাশায়।
তাই এত সাদা হাড় সে-দ্বীপের সৈকতে শুখায়।

আর যারা কোনো মতে
সেই দ্বীপ হ'তে ফিরে আসে,
স্বজন বন্ধুর মাঝে থেকে তবু তারা
দিন যেন কাটায় প্রবাসে।
বোঝে না তাদের ভাষা কেউ।

BANGLADARSHAN.COM

দশানন

যেখানেই থাকো তুমি করো স্বর্ণময়
তপস্যা-অর্জিত বীর্যে, দুর্ধর্ষ দুর্জয়।
তবু কোন্ ভুল
তোমার কীর্তির মূল কাটে চিরদিন ?
তুমি অদ্বিতীয়, তবু চিরপ্রীতিহীন !

সে কি শুধু লোভ, শুধু ভোগীর লালসা,
স্ফীতদম্ভ অক্ষমের ?
এ সবের কিছু বুঝি নয়।
দানবীয় দুর্বলতা, দেবতার দুর্বোধ বিস্ময় !

সীতারে পার না ছুঁতে।
ছলবল সমস্ত কৌশল
নিজেই বিফল করো
শেষ তার সম্মতি-ভিক্ষায় !
হৃদয়ের এ সম্মানে
রামায়ণ অন্য দীপ্তি পায়।

ছোট ভীরু হাত দিয়ে
জীবনের মাপ নিয়ে যারা
নীড় বেঁধে নিরাপদ সঞ্চয়ের কড়ি ক'টা গোনে,
ঈর্ষায় হিংসায়
তোমার বিশাল মূর্তি তারা চিরদিন
পঙ্কলিপ্ত করে তো করুক।
এ সবের বহু ঊর্ধ্বে তুমি অন্য আকাশে উন্মুখ।

শুধু এক দিক্ চিনে
জীবনেরে ক'রো না খণ্ডিত,
দশদিক্ হ'তে আলো অসঙ্কোচে কর অন্বেষণ,
তুমি তাই সত্য দশানন।

BANGLADARSHAN.COM

সোপান হয়নি গড়া,
স্বর্গ আজো দূর।
তোমার চিতার শিখা কিম্বদন্তী-কল্পনায়
তাই বুঝি নিভেও নেভে না,
হে অতৃপ্ত পৃথ্বী-প্রাণ,
শূন্যবৈরী শাশ্বত বিদ্রোহ !

BANGLADARSHAN.COM

মেলা

এখানে বসবে মেলা।
জঙ্গল ও পাহাড়ের আঁকাবাঁকা ওঠানামা পথে,
দূর দূর বসতির খুশি
ঝলমল রঙিন উৎসুক
জড়ো হবে ক'টি দিন এই শাল-পলাশের বনে।
মাদলে কাঁপবে রাত্রি
ধক্‌ধক্ উত্তেজনা পৃথিবীর গভীর বুকের।
মহুয়ার মাদকতা নিয়ে।
জ্বলবে মশালে রাঙা ঘোর-লাগা কামনার চোখ।
ঊর্ধ্বে আর
ধূলোয় মেঘেতে মেশা কোলাহল
শূন্য ছেয়ে থাকবে কিছুক্ষণ।

BANGLADARSHAN.COM

তারপর সব-কিছু ফুরোবার পর
সেই নির্জনতা।
পড়ে-থাকা চিহ্ন কিছু,
পোড়া কাঠ, উড়ো খড় ছাই,
এখানে-সেখানে ভাঙা কালিমাখা হাঁড়ি-কুঁড়ি সরা।
ছেঁড়া কাগজের টুকরো আর ঝরা পাতা
একসঙ্গে নেড়ে-চেড়ে হাওয়ার খেয়াল
বনের মাথায় ক'টা মগ্‌ডালে বার দুই নেচে
মেঘের কুচিটা দেখে হয়ত হঠাৎ
তার লোভে হবে দূর আকাশে উধাও।

এবার অনেক নীচে
থাকবে শুধু পাহাড়ী নদীর
একটানা মৃদু কুলুকুলু
থেকে-থেকে পাখিদের ডাক দিয়ে গাঁথা।

তখন সেখানে কেউ আসতেও পারে একদিন,
–শিকারী চিতার মত, নয় শুধু শাণিত ব্যগ্রতা,
হয়ত সে এখানেই
অকারণে বসে’ ঘুরে-ফিরে
পেয়ে যাবে আশ্চর্য উত্তর,–
নির্জন স্তব্ধতা খুঁজে
বার বার দু’দিনের দুর্বার আহ্লাদে
না ক’রে হনন,
বেড়া-দেওয়া মাপা মাঠে
কেন পোষ মানে না বসতি।

BANGLADARSHAN.COM

শিকার

একটি পাখির জন্যে
কত দূর ঘুরলে শিকারী,
সবুজ আঁধারে কত!
দীর্ঘ ঘাসে উলঙ্গ অসির
সশস্ত্র প্রান্তরে যেন
পেলে অকস্মাৎ।

রক্তাক্ত সে পাখি যেন প্রথম প্রণয়
কোমল স্পন্দন তার
ধরেও ধর নি হয় মনে।
সে যন্ত্রণা আতঙ্ক-বিহ্বল
তোমারই তো স্নায়ু-ছেঁড়া উল্লাসের স্বাদ।

আয়ু শুধু মেঘ-শোভা নয়,
নয় শুভ্র সন্তোষের ভাসা।
এখানে দাহ ও ক্ষত
দিয়ে নিয়ে তবে কোনোদিন
সত্তার নির্যাস মেলে
শল্যবিদ্ধ শোকের শিখায়।
তাই ত শিকারী, ফেরো
নিজেরই হৃদয় খুঁজে খুঁজে
আরণ্য তিমিরে আর দৃষ্টিনাশা তুষার-প্রান্তরে।
কিণাঙ্ক কঠিন হাতে করো জ্যা বোপণ,
তারপর প্রাণান্ত টঙ্কারে
যে শরসন্ধান কর,
একদিন স্থির লক্ষ্যভেদে
বধ্য আর ব্যাধ হয়ে
তাইতেই হত ও অমৃত।

BANGLADARSHAN.COM

দাম

যেখানে উৎকীর্ণ ছিল
নাগরিকা যক্ষ ও যক্ষিণী,
কঠিন শিলার গায়
স্তব্ধ লিপি বিলুপ্ত ভাষার,
সেখানে অনেক পলি জমে আছে
গাঢ় বিস্মৃতির।
বহু শতাব্দীর বৃষ্টি রোদ
ধুয়ে মুছে দিয়ে গেছে নশ্বর উল্লাস।

ক্লান্তপদ কোনো পর্যটক
দূর গ্রামে আতিথ্য-প্রত্যাশী
হয়ত ওখানে এসে
দৈবাৎ পেতেও পারে
ভাঙা এক টুকরো শিলালিপি,
শিলীভূত কামনার মত
উরসের অংশ কোনো মূর্ত অপ্সরার।

হয়ত প্রলুব্ধ হয়ে
মৃত্তিকার পরতে পরতে
এক-একটি ভাঁজ খুলে তন্ময় উৎসাহে
নিমজ্জিত হতে চাবে একান্ত উৎসুক
প্রাণস্রোতে লুপ্ত শতাব্দীর।

অকস্মাৎ চোখ তুলে চায় যদি তবু,
শস্যের তরঙ্গে ঘেরা দূর গ্রাম
পড়বে নাকি চোখে?
সরোবরে ঘট নিয়ে চলেছে যে জনপদবধূ
আকাশ মুখর ক'রে উড়ে যায় যে ক'টা শালিখ,
সে-মুহূর্তে আদিগন্ত প্রসারিত জীবনের মেলা–
সমস্ত অতীত তার ভগ্নাংশেরও দিতে পারে দাম?

BANGLADARSHAN.COM

দ্বিজ

কিংখাবে জরির কাজ
মিহি বুটি রেশমী মসৃণ,
সূক্ষ্ম আঙুলের স্পর্শে অনুভব ক'রে জানি বটে,
পাব না প্রাণের জাদু,
তবু নই জীবন-বিমুখ
যখন রাত্রের বাতি নক্ষত্র-সভাকে দূরে ঠেলে,
জ্বলে স্থির
বিনিদ্র আমার যন্ত্রণায়,
জড়ে ফের নবজন্ম নিতে।

শুধু কি প্রাণ আমি
অন্ধ স্রোত জননে হননে?

দ্বিজ হব তপস্যায়
এই মোর গূঢ় অঙ্গীকার।

BANGLADARSHAN.COM

তোমাকেও তাই শুধু খুঁজি না'কো নগ্ন বাসনায়।
সুনিপুন দৃঢ় হাতে তীক্ষ্ণ পল তুলি
সুকঠিন কামনার গায়।

হৃদয়ের তপ্ত বুনি
সূর্যাস্ত-পরাস্ত-করা রঙে!
পুষ্প নয়, পুতিরে ফেরাই
স্বপ্নাতীত সুরভিতে।

লুব্ধ আমি তোমার শরীরে,
মনও চাই।
তবুও অতৃপ্ত থাকি
যতক্ষণ এ উন্মত্ত মোহ
মথিত জারকে জীর্ণ না হয় মদিরা গাঢ়রতি।

এই রচনায়
তারপর তোমাকেও কখন ছাড়িয়ে
দ্বিজ হই তপোবলে
অন্তহীন রহস্য-সত্তায়।

BANGLADARSHAN.COM

নিরর্থক

দরজা জানলা ভেজাও যত না
আকাশই তোমায় খুঁজবে।
পাল্লা, সার্সি, ফাটলে, ফুটোয়,
কত কাঁথা কানি গুঁজবে!
উঁকি দেবে, দেবে, দেবেই,
যতই ভাবো না কিছু নেই,
একদিন ঠিক শিরায় শোণিতে
ছটফটে ছোঁয়া বুঝবে!

যেখানেই কেন রওনা হও না,
ঘরেই নিজের ফিরবে!
তেপান্তরেও হারাতে চাইলে
সেই দেয়ালেই ঘিরবে!
ছাদে ঢাকা দেবে, দেবেই,
যতই ভাবো না কিছু নেই,
হেঁশেলে, গোয়ালে, আসরে, বাসরে,
মামুলী ছক কে ছিঁড়বে?

নিরুদ্দেশের পাল তুলে তবু
নিজেরই সীমায় দুলবে,
যেখানেই কেন উধাও হও না,
প্রাণ তার বেড়া তুলবে!
বেড়া দেবে, দেবে, দেবেই,
যতই ভাবো না কিছু নেই,
ছাড়া পেতে ছোটো যেখানে, খুঁটির
বাঁধন কি করে খুলবে?

যে-ঘাটেই কেন নোঙর ফেল না,
সাগর তবুও ডাগবে!
তরী ছেড়ে যদি তরু হও তবু

BANGLADARSHAN.COM

ঝোড়ো হাওয়া ডালে লাগবে!
নাড়া দেবে, দেবে, দেবেই,
যতই ভাবো না কিছু নেই,
ফসলের জল ঢালে যে সে-মেঘই
মোহ-মুদ্গর হাঁকবে!

BANGLADARSHAN.COM

হরিণ চিতা চিল

পালাতে পালাতে কতদূর?

ওদিকেও সেই পিচের রাস্তা অজগর! গ্রাসে খুঁজছে–
বনের সবুজ গাঢ় মগ্নতা
লাঙলে কুড়ুলে ভ্রষ্টা।

হরিণ, আমার হরিণ,
তোমার জন্যে জাদুঘর দেব বানিয়ে।
সেখানে তোমার অবোধ চাউনি বরফে থাকবে জমানো!

চিতা! ও তীব্র চিতা
আঁধারে দু'চোখ কার লালসায় জ্বালবে?
যে-হিংসা যায় দুঃসহ তাপে
ভালবাসাকেও ছাড়িয়ে,
তার উল্লাস লাল বিদ্যুতে
মৃত্যুকে মানে দেবে না
আর ত দেবে না।

ও চিতা পুষব তোমায়
ঠাণ্ডা গরম কমানো বাড়ানো
যেখানে স্বেচ্ছাধীন।
শুধু তুমি চিল
একলা আকাশে ঘুরবে,
দেখবে বাধ্য নদীরা বইছে
সচ্ছলতার পণ্য।
জরিপ চলেছে মানচিত্রের ফাঁকগুলো সব ভরাতে।

আকাশের মেঘ হুকুম-মাফিক গরজায়।
তবুও কখনো নামতেই হবে তোমাকেও।
নীড় কি তখন খুঁজে পাবে আর
কোনো দুর্গম শিখরে?

BANGLADARSHAN.COM

ছোঁ মেরে যা নেবে
তাও বুঝি শুধু স্বস্তির উচ্ছিষ্ট।

শূন্যের চোখ নিষ্পলক
ও চিল, চিল!
প্রত্ন-পলির সাত-পুরু ভাঁজ ফুঁড়ে
শুধু জীবাশ্মা পাও কি!

অগ্নিগর্ভ গহ্বর সব বোজানো?

BANGLADARSHAN.COM

ভস্মলোচন

কোন্ মুলুকে চরে জানো
ভস্মলোচন হায়না?
মড়া চিবোয়, আধমরাদের;
জ্যান্ত ভয়ে খায় না।

জ্যান্ত এবং মরায় যেথায়
তফাৎ নাই
হায়না হাসে সেই শ্মশানে
শুনতে পাই।

ও মড়া তুই জাগবি নে?
থাকবি পড়ে ডাস্টবিনে!
নিজের খুলি খুলে ধরে
পরম কারণ চাখবি নে?

BANGLADARSHAN.COM

ভস্মলোচন হায়না
সব মুলুকেই স্যায়না।
লক্‌লকে জিভ বুলিয়ে বেড়ায়,
যেথায় তাকায় সবই পোড়ায়
নিজের মুখে চায় না।

ও মড়া তুই জ্যান্ত হ,
আন্ দেখি সেই আয়না।
নিজের চোখেই নিপাত ডাকুক
ভস্মলোচন হায়না।

শব-জাগানো মন্ত্র দেবে
কোন্ কাপালিক ভৈরবী?
অরণ্যে সার করুণ রোদন,
ছড়া কেটেই যায় কবি।

মামলা

পোকাটা দেওয়ালে
নোংরা প্রাণের ফোঁটা,
কামনার চেয়ে কড়া তেষ্টায়
মোহিনী আলোর পলকের শুধু
হবে জ্বলন্ত জার।

সরীসৃপটা ঘৃণ্য ঠাণ্ডা হিংসে,–
বিদ্রূপ-কশা-রসনা গুটিয়ে
ওৎ-পাতা সংহার !

কি হবে হৃদয়, কি হবে ?
রুদ্ধশ্বাস মুহূর্ত গোণা
শেষ হবে কি পরাভবে !

BANGLADARSHAN.COM

পোকা টিকটিকি দুই-এর মামলা দুনিয়ায়।
কার হয়ে বলো লড়বে ?
কে আসামী কে যে বাদী না বুঝে-ই
কত ওকালতি করবে !

কালোয় সাদায় আলোয় ছায়ায়
নকসা সাজাতে স্বখাত মায়ায়
কাটাকাটি ঢের করলে।
গহন গভীরে ডুব দিলে কত
তুহিন শিখরে চড়লে।
মানে তবু কিছু পেলে না।
হাঁ-এর না-এর মনগড়া আঁক
গোঁজামিল ছাড়া মেলে না।

কে জানে, বুঝি বা পোকা টিকটিকি
দুই নয়।
পর্দাটা ঠেলে উঁকি দেবে কত,
মজে-ই দেখো না অভিনয় !

সাপ

প্রথম সাপ-টা দেখবে নিথর পাথর সম্মোহিত,
কোন সে আদিম অন্ধ অঘোর অন্বেষণের দ্বিধা
আঁধার-চোয়ানো ছায়া-বিদ্যুৎ হেনে খোলে কুণ্ডলী !

তারপর সাপ অনেক দেখবে
কেঁপে ওঠা শরবন।
কাঁটা দেওয়া ঘাস সভয়ে শুনবে
গোপন সঞ্চরণ,
–শোনা না-শোনার সীমানায় শুধু স্তব্ধতা শিহরিত।

সবশেষে এক সাহসী সকাল
গহন অতল থেকে,
হিমেল হিংসা ছেঁকে নিয়ে এসে
রোদ্দুরে মেলবে কি ?
ছন্দে মেলাবে ঘৃণা-পিছিল বিবরের
সরীসৃপের বিষফণা আর পাখীদের নীল মুক্তি।

BANGLADARSHAN.COM

দিনটা

ট্রাম-বাসের ঠাসাঠাসি
আর ট্রাক, মোটর, লরির
ধোঁয়া-ছাড়া ধুলো-ওড়ানো কাৎরানিতে
নোংরা নাট দিনটা
চেয়েছিল নিভাঁজ মসৃণতায়
রাত্রের আকাশে নিজেকে টাঙাতে
মনুমেণ্ট থেকে মেমোরিয়াল অবধি।

ছেঁড়া মেঘে জড়িয়ে গিয়েও
ক'টা তারার চুমকির নিখাদ স্নেহ
আর বাদুড়ের ডানার নিরুদ্বেগ মন্থরতায়
সে শুদ্ধ স্বচ্ছন্দ হয়ে গেল।

এসপ্ল্যানেডের রঙীন কটাক্ষ
হয়তো তাকে নাচাতে চাইবে।
কিন্তু গড়ের মাঠের পাড়-বসানো গাছগুলো
থেকে থেকে মৃদু মর্মরে
তাকে মন্ত্রণা দেবে এলায়িত প্রশান্তির,
যদি না হঠাৎ কোনো দমকলের ঊর্ধ্বশ্বাস ঘণ্টা
কোথাও সর্বনাশা আগুনের পানে তাকে ছোটায়।

BANGLADARSHAN.COM

তির্যক

নাক মুখ চোখ ঠিক
ভুরুর ভঙ্গিমা,
কপালের মসৃণতা
চিবুকের টোল।
সর্পিল আঁধার যেন
একমাথা এলোমেলো চুল !
নিখুঁত এঁকেও দেখি ভুল বিলকুল।

প্রাণ নেই বলে নয়।
কেন বা ছবিতে চাই প্রাণ !
প্রাণ'ত সময়-সত্য, জানে আদি জানে অবসান।
প্রাণ নয়,
শুধু এক পলকের মৃত্যু তার চাই।
যে মুহূর্তে এ সৃষ্টিতে
আমার দেখার বেশী আর কিছু নাই।

BANGLADARSHAN.COM

নিরুপায় অবিরাম বওয়া।
ফিরি না, ফেলে যা আসি ছুঁতে।
তবু নিয়তিকে
কখনো বিভ্রান্ত করি
ধারা ধরে' জমানো অচল
মর্মর মুহূর্তে।

পাশাপাশি চলি তবু
দুজনেই আদিগন্ত একা।
একবার চাই শুধু সে তির্যক দেখা,
–যে দেখে ও যারে দেখি
দুজনেই যে দেখায় মরে
টাঙানো ষখের যাদুঘরে !

বাল্মীকি

অন্যেরা ফেনায় তুষ্ট,
খুশি থাকে রামধনু রঙে।
নির্যাস খুঁজেছ তুমি
আদ্যোপান্ত জীবনের
পঙ্ক পদ্ম সব কিছু দলে।

তাই ঋজু রেখা টানো,
কোনো দুর্বলতা যাকে টলাতে পারে না।
কঠিন গণিতে
সত্তা ও সত্যের দুই ভাজ্য ও ভাজকে
নিশ্চিহ্ন মিলিয়ে দিয়ে
অবশিষ্ট রাখোনি কোথাও
হৃদয়ের উদ্বৃত্ত কিছুই।

BANGLADARSHAN.COM

অস্খলিত তক্ষণী তোমার
দৃঢ় হাতে গড়েছে যাদের
তাদের রেখেছে বন্দী অলঙ্ঘ্য শাসনে
যে ধর্ম জানে না চ্যুতি তারি ধারণায়।

জীবন উদ্বেল হোক
হোক ব্যগ্র উদ্‌ভ্রান্ত হতাশ,
অশিথিল রশ্মি ধরে
তুমি স্থির কেন্দ্রের বিন্দুতে।

ওরা বলে অনুতপ্ত দস্যু রত্নাকর
ত্রাণ পেল আপনার
করুণায় আর্দ্র আদি শ্লোকে।
সে করুণা তবে বুঝি
শুধু ক্রৌঞ্চ-মিথুনে নিঃশেষ।
তপস্যার নির্দয় বল্মীক
সব ধুলিসার করে’

রেখে গেছে শুধু কটি নীতির নিরিখ ?

তা'ত নয়, জানি, জানি।
বিধাতার মত
আপন সৃষ্টির সত্যে তুমি শৃঙ্খলিত।
জীবনের বিমূঢ় ব্যথায়
দস্যুর অন্তর কাঁদে
ঋষি নিরুপায়।

BANGLADARSHAN.COM

নাম

সব কথা স্তব্ধ হলে
দেখি এক পবিত্র যন্ত্রণা
সৃষ্টিমূল থেকে তরঙ্গিত
সময়ের শূন্যপটে
এঁকে যায় জ্বলন্ত বিস্ময়।
আনন্দাৎ এব খন্বিমানি–
জেনেও তা রক্তাক্ত সংশয়।

নিজেকে তা মাটিতেই বাঁধে
কথা সুর ছবি হয়ে
সকলের সাথে হাসে কাঁদে।
তবু অনির্বাণ
সত্তার অতৃপ্ত প্রশ্ন বিদ্রোহের যন্ত্রণাবিধুর
উদ্‌ভ্রান্ত বিক্ষুব্ধ যুগে কখনো হয়ত
নাম নেয় রবীন্দ্র ঠাকুর।

BANGLADARSHAN.COM

মুখ

একটা মুখ কাঁদায় হয়ে শীতের রাতে পথে অনাথ শিশু,
মেলায় বাজিকরের খেলায় একটা মুখ মুখোস পরে' হাসায়।
খেয়ার নায়ে ওপারে যেতে কবে যে কোন ভোড়ে
একটা মুখ এক নিমেষে অকুল স্রোতে ভাসায় !
কার সে মুখ, কার ?
জানে কি তারা-ছিটোন অন্ধকার !

সে মুখ যারা দেখেনি তারা জানে না জ্বালা নিদান যার নেই।
শীতের দিনে পোহায় রোদ উঠোনে বসে আরামে কাঁথা গায়,
ঝুমকো লতা দেয়ালে তোলে, মরাই রাখে ভরে',
হোক সে মুখ যার,
অনিদ রাতে কাঁপে না অন্ধকার।

BANGLADARSHAN.COM

সে মুখ যার পড়েছে চোখে ঘরে-ই থাকে যায় না সেও বনে,
বসত করে পাঁচিল ঘিরে, কিসের করে' পুঁজি যা আছে ভাঙায়।
তবুও কোন হতাশ হাওয়া একটা ছেঁড়া ছায়া
তারার ছুঁচে সেলাই করে, রাত্রি জুড়ে টাঙায়।
কার সে ছায়া, কার ?
প্রাণেশ্বরী পরমা যন্ত্রণার।

কিন্নর

নদীতে বাঁধানো ঘাট, সে তোমার, আমার, তাদের,
যারা শুধু ধাপে বসে বড় জোড় শোভা দেখতে পারে
পূর্ণিমার খ্যাতি রাখতে। নইলে শুধু নৌকোয় বেসাতি
আকণ্ঠ বোঝাই করে ওপারের হাট বুঝে ছাড়ে।

আঘাটায় যায় না সেও। কিন্তু তার পায়ের তলায়
শান-বাঁধানো পইঠাগুলো দুলে ওঠে তরঙ্গে ইচ্ছার,
যেন কি ঠিকানা খুঁজতে যা কখনো পৌঁছোন জানে না।
তার কাছে সব নদী অচিরার সোহাগ সোচ্চার।

সময় শাসিত হোক, ধেনু ধান্যে পূর্ণ হোক ধরা
প্রাণের বিক্রম নিত্য দিগ্বিজয় ছড়াক উল্লাসে।
সে শুধু না নির্বাসিত হয়, যার উষ্ণতৃপ্ত মন
খোঁজে না আয়ুর উহ্য, ভ্রান্তিকেই সেধে ভালবাসে।

BANGLADARSHAN.COM

সে কোথাও দেয় না ডুব, নদীতে কি জীবনে, সৃষ্টিতে।
চায় না কিছুরই মানে, শুধু বোঝে মুহূর্ত-মর্মর,
ব্যাখ্যা নয় ব্যঞ্জনাই। প্রপঞ্চে সে স্বেচ্ছা-প্রবঞ্চিত,
অবান্তর ক্ষণিকের নিরাসক্ত কামুক কিন্নর।

ঝাপসা নাম

ছেঁড়া তালির মেঘের তাঁবু ফেলে
আকাশ বুঝি সময় রুখে রাখে।
হাওয়াও তাই হঠাৎ ভুলে গিয়ে
প্রলাপে এক ঝাপসা নাম হাঁকে।
অনন্যা, অনন্যা,
মৃগতৃষার যায় কি কায়া পড়ানো ?

এ মেঘ ঠেলে সময় ফের বইবে।
হাওয়া-ই হ'বে মাটির মত মৌন।
প্রত্যহের যেখানে পলি জমবে,
স্মৃতির কণা, একটা নাম গৌণ।

অনন্যা, অনন্যা,
জীবন মানে শুধুই ছায়া জড়ানো !

BANGLADARSHAN.COM

সরাই

আবার কাফিলা থামবে।
ভুলে যাওয়া মগ্ন স্মৃতি যেন জেগে ওঠা
চমকে দেওয়া হঠাৎ সরাই।
কুঠরি সব খোপ খোপ
চুল্লির আগুন দোরে দোরে,
ধোঁয়া ধুলো, কটুগন্ধ শ্বাস
মানুষ ও পশুর গ্লানির।

এখানে বিশ্রাম করো, পর্যটক।
পোড়া মাংস সেঁকা রুটি, স্বাদু স্বচ্ছ জলে
প্রাণের শুশ্রূষা সারো।
শুধু যেন লুব্ধ চোখে
মাটি কিংবা মানবীর
উচ্ছলিত যৌবনে মজো না।

BANGLADARSHAN.COM

তুমি'ত হয়েছ পার
কত ঋদ্ধ জনপথ সতর্ক শান্তির,
নীড়-বাঁধা কত স্বপ্ন
মরুদ্যানে, পাহাড়ের কোলে,
কখনো বা নদীস্তন্যে সস্নেহে লালিত।
কোনো ধ্রুব দিগন্তের
তবু তুমি নও 'ত শরিক !
তোমার বিবাগী পথ
নিরুদ্দেশ ইচ্ছায় যদি না
গেঁথে গেঁথে রাখে,
শুকিয়ে যাবে সমস্ত বসতি
আপনার তন্ময় বিকারে।

কবিতা

একটা সকাল কি সূর্যাস্ত যদি পাও
চমক দেওয়া কি চোখ জুড়োনো,
ফ্রেমে বাঁধিয়ে রেখো এঁকে।
একটু মমতা কি বিশ্বাস,
সুখ কি সোহাগ, উল্লাস কি উত্তেজনা,
বেদনা কি বিক্ষোভ যদি পাও
সুর দিও তাতে।
আর গল্পে রেখো গেঁথে
সময়ের স্রোতে নিরুপায় ভাসতে ভাসতে
যা দেখলে শুনলে ভাবলে বুঝলে।
শুধু যখন যন্ত্রণার ঢেউ উঠবে
পাকা বনেদেরও তলা থেকে
তোমার তুম-কেও ভেঙে চুরে,
প্রাণের পুতুল-নাচের সুতো ছিঁড়ে
দুদণ্ডের জন্যে হবে স্বাধীন
তখন কবিতা লেখার চেষ্টা কোরো একটা।

BANGLADARSHAN.COM

ওল্টানো দূরবীনে

পৃথিবীতে আগে নাকি বড় স্বাদু শান্ত ছায়া ছিল
সুশিতল অন্তরে প্রান্তরে !
কাদম্বরী, মেঘদূত, পাণ্ডুচ্ছায়াপবন বৃতয়ঃ কৈতকৈ ;...
বসন্তসেনার চোখে মাদকতা
তাও যেন মাধ্বী সুষুপ্তির,
উজ্জয়িনী অবন্তীতে শ্যামলিনা নাগরিক মনে,
দুষ্যন্তের লাম্পট্যও গরীয়ান রাজ-সমারোহে।

বিস্মৃতির অস্ত আভা
চিরদিন অতীতকে মায়ায় ছোপায়।

সময়ের ওল্টানো দূরবীনে
একদিন আমাদের এ শহরও হবে বুঝি
সুদূর মধুর।

BANGLADARSHAN.COM

আর সব মুছে গিয়ে
জাগবে শুধু গম্বুজ, মিনার,
রেস কোর্স, রেড রোড, ইডেন গার্ডেন
মেমোরিয়্যাল থেকে মনুমেণ্ট,
হাওড়া ব্রীজ,–ইস্পাতের লেস্ যেন আকাশ-গ্রীবায়
এই শুধু ঝলমল স্বপ্নাতুর আচ্ছন্ন আলোয়।

প্রত্যহের প্রাণ-পণ্য খোঁজা
কাতারে কাতারে এই আমি
রাস্তায় ফুটপাতে,
বিলুপ্তির প্রান্তে ঝোলা
ট্রামে, বাসে, ট্রেনে,
এ আমার সংশপ্তক শুষ্ক রক্ত চোখ,
মোহাঞ্জন চক্ষে মাখা কোনো প্রত্নবিৎ
বলবে নাকি ছিল গাঢ় আবেশ রঙীন ?

মস্ত বড় বাজারের যত সব সর্পিল গলিতে
চোরাই বিবর থেকে
যে সমস্ত লক্‌লকে জিহ্বার লেহনে
আমাদের সময় পাণ্ডুর,
সব বুঝি ভুলিয়ে দেবে মেকী রূপকথা
উচ্ছ্বাসে ভেজাল !
বদ্ধমুষ্টি এ আমার নিরুদ্ধ হুঙ্কার
শোনাবে কি স্বকালের স্তুতির মতন ?

হায়, অন্ধ মূঢ় ভীরু কাল
আত্মপ্রবঞ্চক !

BANGLADARSHAN.COM

চৌরঙ্গী

বাস থামলেই হাঁক শুনবে,
চৌরঙ্গী।
নামতে পারো,
বদল যদি করতে চাও ত' তাও,
চার তরফেই রাস্তা খোলা–
সাগর পাহাড় অরণ্যে উৎসুক।
মন চাবে না, ঘুরতে হবে
হুকুম মেনে হলদে, সবুজ, লাল,
অনেক জনের মাঝে কেউ-না হয়ে।

অন্য কোথাও পালিয়ে যাবো,
সবাই ভাবে,
দার্জিলিং কি দীঘা, পুরী
প্রয়াগ, হরিদ্বার
কিংবা আরো সুদূর কোনো
শুদ্ধ নির্জনতায়
ডালহাউসি, কুলু কি আলমোড়া।
যেখানে যাক,
পেট্রোল আর ডিজেল-ধোঁয়ার
খুনে গন্ধ পাপের মত টানে,
সঙ্গে ফেরে রক্তে বিষের মত,
চৌরঙ্গী !
যেখানে রোজ
কেউ-না হবার ঢালাও নিমন্ত্রণ,
'আমি-তুমি'র শূন্য খোলস
ভরাট করে রাখা
ঝলমলানো নিয়ন-বিজ্ঞাপন।
চৌরঙ্গী !
দুনিয়া খুঁজে যেখানে যাও,

BANGLADARSHAN.COM

ইতিহাসের একই অবোধ করুণ ঘূর্ণিপাক !
এই ঠিকানায় ফুরিয়ে গেল,
ভাবী কালের ডাক ?

BANGLADARSHAN.COM

এক আকাশ অন্ধকার

একটি মানুষের মধ্যে আমি
এক আকাশ অন্ধকার দেখেছিলাম।

কতজনের সঙ্গেই'ত মিশি,
ভালবাসি, ঘৃণা করি, থাকি উদাসীন।
তারা সব টুকরো টুকরো আলো
উজ্জ্বল কি স্তিমিত।

তাদের চেনা যায়, পড়া যায়
মানেও পাওয়া যায় ছাড়াছাড়া।
তাদের সঙ্গে পরিচয় দিয়েই
জিবনের প্রাঞ্জল পুঁথি প্রতিদিন লেখা।
কিন্তু মন নিজের অগোচরে
খোঁজে সেই অনাদি আশ্চর্য অন্ধকার
সব অভিধান যেখানে অচল, সব নামতা নিরর্থক।
সেই এক আকাশ অন্ধকার
আমি পেয়েছিলাম একবার
পথে যেতে কোন এক স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে
দুপুর রোদে গাড়ির জন্যে দাঁড়িয়ে
দুটি অতল চোখের মধ্যে।

সে পুরুষ কি নারী
কেউ যেন জানতে না চায়,
জানতে না চায় কি তার বয়স।
সে সময়ের অতীত, যৌনতার ঊর্ধ্বে।
তার অন্ধকার'ত না-এর শূন্যতা নয়,
নীহারিকা-গর্ভ এক রহস্য-নিবিড়তা।

সত্তার গহনে এই অন্ধকার যদি লুপ্ত হয়,
আমাদের সাজানো শহর

BANGLADARSHAN.COM

আর সফল জীবন'ত শুধু
পরিসংখ্যানের অঙ্ক।

এত খণ্ড খণ্ড আলোর জটলায়,
এত মাপজোকের দুনিয়ায়
সেই অন্ধকার বয়ে বেড়াবার মানুষ
কি সব ফুরিয়ে গেল !

BANGLADARSHAN.COM

স্বরগ্রাম

নিবিড় ঘুমের ঘেরাটোপ।
সত্তার সেই নীরন্ধ্র নিশা বিদীর্ণ-করা
যন্ত্রণার এক তড়িৎ-তরঙ্গে
সহসা উৎক্ষিপ্ত হলাম
কোন্ কুজ্ঝটি-বিহ্বলতায়,
চূর্ণ বিচূর্ণ সমস্ত চেতনামূল
সেখানে ছত্রাকার।
হারানো ছড়ানো সেই চৈতন্যের ঘুঁটি
খুঁজে সাজালেই কি মিলবে
জীবনের গহন ছক ?

অসহ যন্ত্রণা আর উত্তাল উল্লাস
মিলেছে শেষে বোধ-বৃত্তের এক বিন্দুতে।
সেই বৃত্ত ধরেই পরমায়ুর পরিক্রমা।
অবলুপ্তির বেদনা-সীমা থেকে
রোমাঞ্চের শীৎকার-শিখর পর্যন্ত
অনুভবের স্বরগ্রাম সাধা।
সে স্বরগ্রাম তবু সংগীতে কি সত্যি পৌঁছোয় ?

জীবনের ছন্দ আর মিল খোঁজা
হয়ত মিথ্যা,
মিথ্যা তার অর্থ খোঁজা।
এ শুধু নশ্বরতার বিলাস আর সান্ত্বনা।
জীবনের মর্ম সব সাজানো ছকের বাইরে।

BANGLADARSHAN.COM

অকীর্তিত

নাই হ'ল কীর্তিধ্বজা
শূন্যে আস্ফালিত।

সন্ধ্যার আকাশ থেকে
তুমি আমি রোজ
একটু করে ধোঁয়া আর
এক ছিটে কালি যদি মুছি,
প্রিয় নদীগুলি থেকে
তুলি নিত্য কিছু পঙ্ক
কিছু বা জঞ্জাল,
আর যদি চোখ থেকে
পবিত্র কান্নায়
ঘৃণা আর হিংসার কণিকা
ধুয়ে ফেলি কখনো কখনো,
তা হলেই পৃথিবীতে কোনো জন্ম বিফল হবে না,
কোনো মৃত্যু অনিশ্চিৎ
আতঙ্কে প্রস্থান।

অকীর্তিত এ ব্রত কে নেবে ?
শুধু কি যৌবন ?

শিথিল হোক না পেশী
নিঃশ্বাসের বুক সঙ্কুচিত
পায়ে পায়ে বাধা দিক পথ,
তবুও হৃদয় যার
সকালের শপথে সজীব
তাকেও হয়তো পাবে
নামহীন এ দীন মিছিলে।

BANGLADARSHAN.COM

সময়

চোপসানো,
কোঁচকানো
বাঁকানো
তিনটে বুড়োকে আমি দেখেছি
পার্কের বেঞ্চিতে
মুখোমুখি বসে ঝিমোতে,
রাস্তার বাতি জ্বলে ওঠার আগে
আকাশের ধোঁয়াটে বিষণ্ণতায়।

তিনটে বুড়োর আলাপ আমি শুনেছি,
–বাঁধানো দাঁতের কি ফোকলা মুখের
আলগা ফসকে যাওয়া কথা।
জীবনকে এরাও ভেবেছিল, কষে ফেলেছে !
আশ্বিনের নরম সোনালী একটা সকাল,
কখনো ফাল্গুনের হাওয়ায় মাতানো কটা রাত
কিংবা শ্রাবণের
রিমঝিম কোনো আবেশের অবসর
পুরানো বইএর ভাঁজে ভাঁজে রাখা
শুকনো বিবর্ণ পাপড়ির মত
এদের স্মৃতি থেকে গুঁড়িয়ে ঝরে পড়ে,
আমি জানি।
সময় তাই হাসাহাসি করে
তিনটে বুড়োকে নিয়ে।
তা করুক।
দামটুকু শুধু দিক
জীবনকে কষতে চাওয়ার সাহস
আর শাস্তির।

BANGLADARSHAN.COM

কলম

ভয় করে না কবিতা লিখতে বসতে ?
কলমটা হঠাৎ অবুঝ বিদ্রোহে
বল্লম হতে চায় কি,
–যে বল্লম নিবিড় কালিমায় জমাট
ছদ্মরাত্রির হৃদয় বিদ্ধ ক'রে
ফিনকি দিয়ে আলোর ফোয়ারা ছোটাবে ?

বেশ তো পারা যায় থাকতে,
নিজের মাঝেই মগ্ন
পিচ্ছিল আত্মরতির বিকারে,
নির্বীর্য জরার বেহায়া বিলাপও যাতে
সাজানো শব্দের কারিকুরিতে ভরিয়ে
মাসিকে সাপ্তাহিকে লেপা যায়।
ভারী ভারী কেতাব লেখা হবে কত
তার কালোয়াতি নিয়ে,
নাক উঁচিয়ে ফিরবে কর্তাভজা নকলনবিসেরা
নিজেদের নীরক্ত মেকী নৈকষ্যের
অসার গোষ্ঠীগর্বে।

বেয়াড়া এই কলমটা
পাথরের দেওয়ালেও মিথ্যে মাথা কুটে
তবু কি তুলতে চায় সেই স্ফুলিঙ্গ,
যা সুপ্ত বারুদ খুঁজে ফিরবে
আপামরের বুকে
আগামী বিস্ফোরণের আশায় ?

BANGLADARSHAN.COM

চক্রান্ত

আমিই শাসন,
আমিই বিদ্রোহ।
শিরায় শোণিতে মজ্জায় অস্থিতে
নিজের বিরুদ্ধে চক্রান্ত বেড়াচ্ছি বয়ে
কখনো গোচরে কখনো অগোচরে।

এই চক্রান্তই আমার ইতিহাসকে ছোটায়
বাঁধন আর ছুটির ঠোকাঠুকিতে।
দৃষ্টির গহনে আমার
এই চক্রান্ত-ই লেপে দেয় তার ছোপ।

সে ছোপ মুছতে পারলে
পৌঁছোতাম বুঝি
এ সৃষ্টির সব ধাঁধার পেছনে !

কে চায় ধাঁধার উত্তর ?

BANGLADARSHAN.COM

দু পিঠে

সব মেঘ সরে যায়
সব বৃষ্টি একদিন থামে।
প্রচণ্ড দিনের দাহ
ভুলিয়ে দিতে অনিবার্য গাঢ় রাত্রি নামে।

জীবন তা বলে শুধু
এই নিত্য দোল-খাওয়া
ছন্দ মাত্র নয়।
নদীর মতন শুধু
কোন দু'টি তীরে বাঁধা
বয় না সময়।

যা দেখি যা জানি তার নিচে
প্রাণের খোদাই চলে
মহামুক্তি মন্ত্র খোঁজা
সংগোপন সত্তামূল বীজে।

জানি তাই গভীর গহনে
সময় প্রবাহ নয় শুধু।
আলো ছায়া দুঃখ সুখ
হৃদয়ের মেরু আর মরু–
শুধু অনুভূতি নয়
জীবনের লাভ আর ক্ষতির হিসাবে।
এক পিঠে এ সত্তার সময় বাহিত
উদয়াস্ত ইতিহাস চলে,
অন্য পিঠে খুঁজে ফিরি
নিজেকেই নিজের অতলে।

BANGLADARSHAN.COM

লেনিন

মানুষের কত মাপ
কতজন কষে রেখে গেল,
–দেহের নিরিখে কেউ,
চেতনার, মেধা ও মতির
হৃদয়ের।

সব মাপ তবু যেন
হিসাব মেলাতে শেষে
হয় উপহাস।
জীবনকে স্বপ্নময় কুয়াশায় আদ্যন্ত ঢেকেও
সুচতুর শৃঙ্খলের
ঝনৎকার লুকোন যায় না।

উদ্ধার শুনেছি ঢের।
ভাগবত পরম-করুণা
পাপী তাপী পতিতেরে
ত্রাণ করে পবিত্র ধারায়।

সে স্বর্গীয় সমাধান নয়।
একজন একান্ত পার্থিব
সকলের সাথী হয়ে শুধু
পাশে পাশে হেঁটে চলে গেল
দুস্তর দুর্গমে।

সবিস্ময়ে নিজেরি পা ফেলে
মানুষ হঠাৎ জানে
মাপ তার আকাশ-ছাড়ানো
সত্যব্রত দুঃসাহসে
প্রতিজ্ঞা প্রত্যয়ে।
শোষণ পীড়ন শূন্য
ভয়-গ্লানি-মুক্ত ভাবী দিন

BANGLADARSHAN.COM

স্পন্দিত আরেক নামে

লেনিন ! লেনিন

BANGLADARSHAN.COM

এ শহর

অযোধ্যা হস্তিনা নয়,
–সময়ের অতিদূর মহিমার আভা
স্মরণে দিগন্তে সঞ্চিত।

যতদূর খুঁড়ে যাও
এ শহরে এক খণ্ড শিলাও পাবে না।
শুধু পাললিক পুঁজি অগাধ অতল,
আদি অরণ্যও যাতে সমাধিস্থ হয়নি কখনো।

এই ত সেদিন সবে
লুব্ধ শঠ বণিকের নায়ে
এ শহর কর্দমাক্ত
নেমেছিল মৃত্যুকীর্ণ জলায় বাদায়।

BANGLADARSHAN.COM

না তুলুক অভ্রভেদী মিনার গম্বুজ,
ইতিহাসে ঝলকিত গরিমার স্তূপ,
সদ্য দুই শতাব্দীর প্রহরে প্রহরে
এ শহর প্রাণ-বেগে অস্থির উদ্দাম,
নিত্য-আলোড়িত
তুলেছে অনেক স্বপ্ন ঊর্ধ্ব মহাকাশে
মর্মরের চেয়ে শুভ্র শুদ্ধ
মানুষের প্রেম আর আশা দিয়ে গাঁথা।
সেই স্বপ্ন বিচূর্ণ সহসা ?
কোথা যেন আর্তনাদ যন্ত্রণা-জর্জর
রক্তে ভাসে মাটি !
বিস্ফোরণে প্রত্যয়ের ভিত্তিমূল কাঁপে।

এ কি মহাসমাপ্তি-সঙ্কেত
কিংবা জীর্ণ যুগান্ত-ঘোষণা ?

ছাপ

মন থেকে ময়লা ছাপ ঘসে তোলার
কোনো রবার নেই,
হৃদয় থেকে বেয়াড়া ছোপ মুছে দেওয়ার
কোনো চুনকাম।

দগদগে ঘাগুলোর রগরগে রং
সময় একটু ফিকে করে দেয় শুধু
ঢাকা দেয় মরা চামড়ার কিণাঙ্কে।
কিন্তু প্রতিদিনের
আপাততুচ্ছ গ্লানি আর যন্ত্রণাগুলো
রক্তের মধ্যেই লুকিয়ে ফেরে
ঘুমন্ত জীবাণুর মত
কখন হঠাৎ বিরস রসনায়
জীবনের স্বাদ বিষিয়ে দিতে,
কিংবা আচমকা জ্বলে উঠতে
সংক্রামক বিস্ফোরণে।

ভুলতে চাই, তবু পারি কই,
বড়বাজারের ঠেলায় রিকশায়
লরীতে মোটরে ঠাসা
পাঁওদলে কিলবিল সেই বুকচাপা গলিটা,
নোংরা রুগ্ন কামুকতার চেয়ে
বীভৎস এক লুব্ধতা
পান জরদার উগ্র সুবাস ছড়িয়ে
ফিনফিনে আদ্দির উদ্ধত শুভ্রতায়
নির্লজ্জভাবে যেখানে আস্ফালিত,
আর ভয়ে সিটোনো
অঝোর কান্নায় ঝাপসা চোখে
একটা চেনা মুখ খুঁজে-না-পাওয়া
এক রত্তি সেই দুটো বেওয়ারিশ মেয়েকে,

BANGLADARSHAN.COM

হাওড়া ষ্টেশনের ওয়েটিং রুমে
দুনিয়ার জমজমাট উনিশশো আটষট্টি
অকাতরে যাদের ফেলে পালিয়ে গেছে।

BANGLADARSHAN.COM

ক্ষণিকা

চিরকালের কবিতা
যারা লিখতে চায় লিখুক,
আমায় লিখতে দাও
হারিয়ে যাবার, ভুলে যাবার, মুছে যাবার,
মুহূর্তের পরমায়ু নিয়ে নিশ্চিহ্ন হবার কবিতা।

সজ্ঞানে আমার সে কবিতা
সেতু হতে চায় না
কাল থেকে কালান্তরে,
স্মৃতির যাদুঘরে অক্ষয় হ'তে
শ্রদ্ধার মোড়কে।
সময়ের ক্ষীণায়ু বুদ্বুদ হওয়াই তার সাধ,
এই ক্ষণকালের হৃদ্‌স্পন্দন,
আর এই মুহূর্তের স্ফূলিঙ্গ,
বিক্ষুব্ধ হুঙ্কার আর উৎক্ষিপ্ত বজ্রমুষ্টি
প্রতিফলিত প্রতিধ্বনিত করেই
সে যাক্ ফুরিয়ে।

ইতিহাস যা ভুলে যায়,
সাহিত্যের রাজকোষে যা জমা পড়ে না,
সেই অগণনের একটি কণার কবিতা আমার
আজকের মিছিলের পতাকা বয়েই
বিস্মৃতির পাথারে বিলীন হোক।

BANGLADARSHAN.COM

ছোট্ট মানুষ

ছোট্ট মানুষ, শ্যামলা মানুষ,
জালিম যত জুলুমবাজের
জবর জবাব রত্তি মানুষ,
সাবাস ভাই !
আজ সবাই
কালা, ধলা হলুদ মানুষ,
ছোট্ট এবং মস্ত মানুষ,
সাচ্চা এবং জ্যান্ত মানুষ,
ভাগ করে নিই তোমার বালাই।

পরমাণু পোষ মানিয়ে
ধরা সরা দেখছে কে ?
আরো প্রলয়-ঠাসা কিছু
নেই কি আদ্যিকাল থেকে ?

BANGLADARSHAN.COM

সৃষ্টি ধসায়,
সূর্য খসায়
মহাকালের ফেরায় হুঁস,
সব অসুরের ত্রাস জাগানো
কি সে ? কে সে ?
এই মানুষ !

সবার ওপর সেই যে ভয়াল
চরম পরম বিস্ফোরক,
ছোট্ট মানুষ, শ্যামলা মানুষ,
সব মানুষই তার মোড়ক।

ছোট্ট মানুষ আপনি জ্বলে
জ্বালাও তুমি ছেষট্টি সাল।
সেই আলোতেই পড়ুক ওরা
ঝলসে ওঠা কালের দেয়াল।

উনিশ শো সত্তর

একটা পা আছে
পেট ফাটা বাসের পা-দানিতে
আর একটা তে-শূন্যে।
একটা হাত ধরেছে
তেলা ময়লা চটা ওঠা হাতল
আর একটা হাতড়াচ্ছে।

একটা চোখ আছে
রাস্তার মিছিলে
আর একটা কোথায় ?
আমরা সব মূর্তিমান দ্বিধা
নড়ছি চড়ছি সময়ের খাম খেয়ালে।

উনিশ শ' সত্তর
আমাদের খেতে দেয় নি
শুতে কি জিরোতে।

মনের জানলা কবাট বন্ধ করে
কে হতে চায় মৌনী
নিজের মোক্ষে ধ্যানস্থ ?
পারবে কি ?

তুফান উঠবে-ই তা কি জানে না ?
কে ঠেকাবে দুরন্ত সব ভাবনার, ধারণার ঝাপটা,
সব আগম নিগম ঘুচিয়ে
ভিতটাই যা দেবে উলটিয়ে !

BANGLADARSHAN.COM

কান্না

সমস্ত যন্ত্রণা বুঝি
স্তব্ধ করে রাখা যায়
অসাড় স্নায়ুতে,
মোছা যায় সমস্ত বিষাদ
স্মৃতির গাহনে কিংবা শ্রুতির প্রত্যয়ে।

শুধু এক কান্না গভীরের
কিছুতেই হয় না নীরব।

ধ্বনি তার সূক্ষ্ম সূচীমুখ
ভেদ করে যবনিকা
সপ্তস্তর মায়ার, মোহের
নিত্য করে সব বাঁচা
বিক্ষত জর্জর।

BANGLADARSHAN.COM

সে কান্না, কিসের ? কেন ?
এই টুকু জানি
হৃদয়ের সে রোদন
নয় কোনো কামনার
দেহাতীত অথবা পার্থিব
সিদ্ধি কিংবা পরম মোক্ষের
সে কান্না সান্ত্বনাহীন ধ্রুব অবিরাম
নিজেকে দেখার আয়না
সব বুঝি ভাঙা বলে শুধু।

প্রভৃতি

কেউ কেউ শুধু বুঝি
মূর্তি হতে চায়,
–মূর্তি আর কীর্তিস্তম্ভ
ধাতুতে ঢালাই কিংবা পাথরে খোদাই,
দীর্ঘ ছায়া ফেলতে চায়
অনাগত কালের দিগন্তে।

পাদপ্রদীপের আলো জ্বেলে সারাক্ষণ
সে এক প্রকাশ্য বাঁচা,
–শিরোনামা-অস্তিত্বের ঘটা।
ইতিহাস শুধু বুঝি
এই সব নিনাদিত নাম দিয়ে গাঁথা।

প্রাণের গভীরে তবু জানি,
অকাতরে নিজেদের মুছে রাখে, তাই
দুটি নাম অবিস্মরণীয়,–
প্রভৃতি, ইত্যাদি !

BANGLADARSHAN.COM

বই নয়

সাজানো অক্ষরে বন্দী
বই নয়
এ সৃষ্টি পৃথিবী,
–তন্ন তন্ন পড়ে ফেলবে সব।
জীবনটা অবিকল
ছাপানো পাবেনা
দর্শনে বিজ্ঞানে ইতিহাসে।

মানচিত্র আঁকি যত
নিখুঁত নির্ভুল
অক্ষাংশ ও দ্রাঘিমার
চুল-চেরা হিসাবের ছকে,
এ পৃথিবী কোনোদিন
সে মাপে মেলে কি ?

BANGLADARSHAN.COM

সাগরে পাহাড়ে আর
নিরুদ্দেশ দিগন্তেই নয়,
সামান্য পাথুরে ঢিবি
কিংবা তারই ফাটলের ফাঁকে
এক গুছি দুঃসাহসী ঘাসে
পৃথিবী কৌতুকে রঙ্গে
ভূগোলের সব-ছক-ছেঁড়া হাসি হাসে।

অন্ধকার

ওরা অন্ধকার বেচে।
বিক্রী হয় অন্ধকার
প্রকাশ্য ও গোপন বাজারে
নানান মোড়কে মোড়া রঙীন লোভন,
কত না লেবেল-এ !
এ নয় সে তমস্বিনী, আদিম অশেষ,
কোটি কোটি নীহারিকা গর্ভে ধরা
সৃষ্টির জননী ;
কিংবা নয় আমাদের খদ্যোত-আয়ুর
ক্লান্ত ক্লিন্ন চেতনার
নিরাময় পবিত্র গাহন,
–নক্ষত্র ছিটোনো মহানিশা।
আর এক অন্ধকার,
পৈশাচিক মস্তিস্ক ও মেশিনে প্রস্তুত
তাল তাল, ফেরি করে সুচতুর বণিকের চর।
আমাদের চিন্তায় ও ধ্যানে,
স্বপ্নে জাগরণে
তিল তিল করে তাই
মিশিয়ে দেয় সংক্রামক জীবাণুর মত।
বিস্ফোরিত প্রজননে সেই বিষ-বীজ
শিরায় শিরায় প্রবাহিত,
আমাদের চৈতন্যের রন্ধ্রে রন্ধ্রে শনি হয়ে থেকে
সব আলো একে একে শোষে।
শতাব্দীর চতুর্থ প্রহরে,
আঁধারের বণিকেরা এখনো অবাধে
হাটে হাটে সওদা নিয়ে ফেরে !
কই, কোথা সংশপ্তক সেনা ?

BANGLADARSHAN.COM

মানুষ

সবিস্ময়ে মুখ তোলো,
মেলে ধরো বিহ্বল হৃদয়,
সর্বোত্তম মহিমায় মানুষকে দেখো !

কেমন সে আশ্চর্য মানুষ ?
শক্তিমত্ত দম্ভস্ফীত অনন্য একক
নয় সে'ত আপনার স্বাতন্ত্র্যে সুদূর হিমগিরি,
বাড়বাগ্নি অথবা দুর্বার।
তোমার আমার পথে
সেও সব জনতার ধূলিম্লান সাথী।

তবু সেই সামান্য মানুষ
যেখানেই হেঁটে চলে যায়,
কল্লোলিত ইতিহাস পায়ে পায়ে জাগে।
অন্ধ মন আলো পায়
স্পর্শে তার ছিঁড়ে যায় সত্য ও অলীক
দলিতের সমস্ত শৃঙ্খল।
শতাব্দীর নাদিরেরা ক্রূর গর্বোদ্ধত
তারই শান্ত দৃষ্টিপাতে ক্লিন্ন নতফণা।
সে শুধু বাড়ায় যেই হাত,
শুদ্ধ এক ভাবীকাল অমল প্রীতির
সময়ের স্রোত ঠেলে
মেলে যেন প্রসন্ন প্রভাত।

BANGLADARSHAN.COM

স্টেশন

হয়ত হবে না যাওয়া।
ক'বার-ই বা হয় ;
যেতেও চাই কি ঠিক ?
যাওয়া নয়, তারই ছলনায়
ঘড়ি ধরে তৈরি হয়ে
শশব্যস্ত বেরিয়ে-পড়া শুধু
তারপর হয়ত দৈবাৎ
প্রতীক্ষার অনিশ্চিত স্টেশন পৌঁছানো।

সেখানে সর্বদা রাত্রি।
জমানো গতিতে গাঁথা
আর এক উৎকণ্ঠ বিস্তৃতি
একান্ত তৃষিত চোখে
শুধু দূর আঁধার ধেয়ায়।

BANGLADARSHAN.COM

প্ল্যাটফর্ম কাঁপিয়ে তারপর
সত্যিকার ট্রেন এলে
চট্‌কা ভেঙে যায়।
চেনা ও অচেনা মুখ
ভিড় করে সম্পর্কের সূত্র সব টানে।
স্টেশনে হাজিরা যেন
রওনা হওয়া
কিংবা কাউকে
সমাদরে নিয়ে যেতে আসা।

দূর অন্ধকারে সেই দুর্লভ উদ্ভাস
শুধুই সিগ্‌ন্যাল হয়,
যান্ত্রিক সংকেত
চলার থামার রঙে
সবুজ কি লাল।

দেখেছি

এক স্বৈরিণী নদীকে
আমি সাধ্বী হতে দেখেছি,
সাধ্বী আর স্নেহাতুরা।
সব বেড়িকে বলয়ের মতো প'রে
জনপদবধূদের সঙ্গে
সখিত্বে সে বেঁধেছে নিজেকে।

একটি রুগ্ন মলিন পাখিকে
তার ভীত কম্পিত কুলায় থেকে
শ্বেত সাহসী কপোত হয়ে
আমি বেরিয়ে আসতে দেখেছি।
দেখেছি সারা আকাশ
ঝলকিত, স্পন্দিত হতে
তারই মতো অগণন
শুভ্র ডানার সঞ্চালনে।
একটি ভেঙে-পড়া ভীরু ক্ষীণ মানুষকে
তার দীনতার নোঙরা কোটর থেকে
জড়তার জীর্ণ কাঁথা ফেলে
আমি উঠে দাঁড়াতে দেখেছি।
দেখেছি তাকে দৃঢ় সবল পায়ে
দুর্বার মিছিলে গিয়ে মিলতে।
আমি জানি,
হার মানবার খেলা এখন শেষ।

BANGLADARSHAN.COM

মহানায়ক

প্রণাম করবার মানুষ যাঁরা আছেন
তারা প্রণাম নিক।
কুর্ণিশ করবার মানুষকেও জানাই
দরবারী সেলাম
তোমার জন্যে এসব কিছু নয়,
প্রণামের দূরত্বে তুমি নেই।
কুর্নিশের কৃত্রিমতায় তোমার নাগাল পাবার নয়।
তুমি সেই আশ্চর্য সৈনিক
তপোদীপ্ত এক সন্ন্যাসী যার মধ্যে আছে জেগে,
সার্থক ভবিষ্যতের কল্পনা।
তুমি সেই স্বপ্নবিলাসী
বিফল বর্তমানের বাস্তবতা
যে অস্খলিত পদে
পার হয়ে যায়
সকলের মুক্তি সংগ্রামের মহানায়করূপে
তুমি নাও আমাদের দৃপ্ত অভিবাদন
অপরাজেয় অভয় যৌবনের প্রতীকরূপে নাও
সমস্ত দেশের মুগ্ধ হৃদয়ের উষ্ণ উৎসার।

BANGLADARSHAN.COM

শতাব্দী

যেখানেই ডেরা বাঁধো
গিরি মরু ডিঙাতেই হবে ;
সব মেঘ-চুম্বী চূড়া
জয় করতে না চাইলে নিষ্ফল উৎসাহে
সমতল ক্ষেতে সেচ
শুকিয়ে যায় কালের নিশ্বাসে।

পৃথিবীতে যত নদী
সব আজও রক্তে বহমান।
অজগর বন সব
ভূগোলে বিরল হয়ে-আসা
নিষ্ঠুঠার কুমারীত্বে
লুকিয়ে রাখে হৃদয়ের দূর দুর্গমতা।
পাণ্ডুর প্রত্যহ যত
যন্ত্রাবর্তে ঘোরালেও তাই,
প্রাণের পুরাণে জানি
আর্তি এক প্রাগৈতিহাসিক
অন্ধ গুহা থেকে নিত্য
পাড়ি দেয় অতল অসীমে।

সব চূড়া জয় করে'
মহাশূন্যে অগস্ত্য-প্রয়াণে
সে আর্তি না নিরুদ্দেশ
যেতে চায় যদি
সময়ের জাদুঘরে
মৃত ও বিকৃত
এ শতাব্দী হবে শুধু
প্রহেলিকা প্রত্ন-জিজ্ঞাসার।

BANGLADARSHAN.COM

হঠাৎ যদি

আমায় যদি হঠাৎ কোনো ছলে
কেউ ক'রে দেয় আজকে রাতের রাজা,
করি গোটাকয়েক আইন জারি
দু'এক জনায় খুব ক'ষে দিই সাজা।

মেঘগুলোকে করি হুকুম সব
ছুটি তোদের, আজকে মহোৎসব।
বৃষ্টি-ফোঁটার ফেলি চিকন চিক
ঝুলিয়ে ঝালর ঢাকি চতুর্দিক,
দিলদরিয়া মেজাজ ক'রে কই
বাজগুলো সব স্ফূর্তি ক'রে বাজা।
আমায় যদি হঠাৎ কোনো ছলে
কেউ ক'রে দেয় আজকে রাতের রাজা।

BANGLADARSHAN.COM

হাওয়ায় বলি, হল্লা ক'রে চল
তারার বাতি নিভিয়ে দলে-দল,
অন্ধকারে সত্যি কথার শেষে
রাজকন্যা পদ্মাবতীর দেশে।
ঘুমের ঘোরে সেপাইগুলো ঢোলে,
তাদের ধ'রে খুব ক'ষে দিই সাজা।
আমায় যদি হঠাৎ কোনো ছলে
কেউ ক'রে দেয় আজকে রাতের রাজা।

সুপ্তিমগন পদ্মাবতীর পুরে
মহল বেড়াই টহল দিয়ে ঘুরে।
ধীরে গিয়ে বসি শিয়রদেশে
একটি মালা পরায়ে দিই কেশে,
হৃদয়খানি জোর ক'রে নিই কেড়ে;
বুকে বেঁধে দিই তাহারে সাজা।

আমায় যদি হঠাৎ কোনো ছলে
কেউ ক’রে দেয় আজকে রাতের রাজা।

ওলট-পালট করি বিশ্বখানা
ভাঙি যেথায় যত নিষেধ মানা;
মনের মতো, কানুন করি ক’টা
রাজা হওয়ার খুব ক’রে নিই ঘটা।
সত্য, তা সে যতই বড় হোক
কঠোর হ’লে দিই তাহারে সাজা।
আমার যদি হঠাৎ কোনো ছলে
কেউ ক’রে দেয় আজকে রাতের রাজা।

BANGLADARSHAN.COM

শত বর্ষ পরে

শত বর্ষ পরে,
কে তোমার কবিতা পড়বে,
তাই করতে চেয়েছিলে কল্পনা,
সে কল্পনা হয়ত তোমার ভুল।

বাতায়নে বসে
সেই ভাবীকালের কোনো তরুণী
তোমার কবিতার পাতা হয়ত ওল্টাবে না।
অলস কৌতূহলে।

সময় বড় উদাসীন, বড় অচেতন।
মেহগিনির মঞ্চ ’পরে
পঞ্চ কি পঞ্চাশ হাজার
পুরানো পুঁথির স্তূপে
তোমার সব মুদ্রিত রচনা
হয়ত শুধু হয়ে থাকবে
পণ্ডিত গবেষকদের প্রলোভন।
থাক্ না তাই।
শুধু ছাপানো অক্ষরের বন্ধনে
পাঠ্য হবার পরমায়ু তোমার নয়।

শত বর্ষ পরেও তুমি থাকবে
আকাশের নীলের আরেকটু গাঢ়তা হয়ে।
থাকবে, আমাদের কণ্ঠের সুর
আর আমাদের ভাষার আনন্দমান ঝংকারে।
যৌবনের চোখে তুমি তখন
অদম্য দিগন্ত-তৃষ্ণা,
চির বিপ্লবের উত্তেজনা
তার ধমনীর স্পন্দনে।
সব অসাম্যের বিরুদ্ধে

BANGLADARSHAN.COM

তুমি এক শাশ্বত বজ্রকঠিন শপথ,
অখণ্ড মানবতার দিশারী
এক প্রসন্ন উদার প্রশান্তি।

BANGLADARSHAN.COM

ধ্বনির হৃদয়ে

কান পাতলে ঝিরিঝিরি
শুনতে কি পাও, কোথায় যেন
একটি ভীরু লাজুক ধ্বনি
ঘুমঘোরের প্রান্তে কাঁপে?
তৃষার্ত, কে তৃষার্ত?
মেটার যা নয় সেই পিপাসাই
প্রাণের গহন উৎস চেনায়।
মেঘ-ভাসানো হাওয়ার রাতে
জ্যোৎস্না-তরল অন্ধকারে
চুপিচুপি একটি চাওয়া,
হতে পারে নিঃশ্বসিত,
সংশয়ী, কে সংশয়ী?

BANGLADARSHAN.COM

হারিয়ে-যাওয়া স্মৃতির কণাও
সময়-সাগর ফিরিয়ে দেবে-ই
মন্দিরে কোন প্রহর গোনার
ঘণ্টা বাজে অনেক দূরে।
হিসাব কিছু নাই বা থাকুক,
তবু বাতাস ব্যথায় উদাস।
বৈরাগী কি জীবন-ক্লান্ত?
সব হারিয়েও, জেনে রেখো
হারের খেলা কোথাও নেই!
শব্দেরও কি নেইকো ছায়া?
কিংবা বুকে আরেক শিহর!
সেই মর্মর খুঁজে পেলে-ই
সব হেঁয়ালি আপনি সরল!
কে উদ্‌ভ্রান্ত পাওনি দিশা?
ধ্বনির হৃদয় স্তব্ধতা নয়,
এই ত পরম প্রহেলিকা!

গোপন

একটি গোপন কথা
পৃথিবী নিজের মনে
রাখে সঙ্গোপনে।
কখনো একান্তে বুঝি
নিজেই তা চুপি চুপি শোনে।

সেকথা শুনতে কেউ
তুহিন নিষেধ ঠেলে
উত্তুঙ্গ শিখর সব খোঁজে।
কেউ পিপাসার শেষ
দেখতে চায়
অন্তহীন জ্বলন্ত বালিতে।
শূন্যে কেউ পাড়ি দেয়
কেউ নামে আপনার অতল গহনে।

BANGLADARSHAN.COM

সে গোপন কথা কেউ
কে জানে শুনেছে কিনা
কোথাও কখনো,
প্রপঞ্চের চাবি হয়তো খোঁজাই ভুল।

তবু আমি কান পেতে থাকি
দুর্গম নির্জনে নয়
মানুষেরই জনতার সারে।
অতি পরিচিত এই সংসারের তীরে
এর ওর তার যত ভাষাহীন অবোধের মুখে।
হয়ত সহসা
সেখানেই শেষ সত্য
শুনব উচ্চারিত।

ভাবনা

এই যে ভাবনা, এ শুধু আমার একার নয়,
নয় আমার নিজস্ব;
সর্বকালের সর্বদেশের মানুষ যা ভেবেছে এ হ'ল তাই।

এ ভাবনা আমার যেমন
তোমার যদি তেমন না হয়
তাহলে এসবের কোন দাম নেই বল্‌লেই পারি।
সেই অসীম ধাঁধা আর তার মীমাংসা যদি এ না হয়
তাহলে সব নিরর্থক,
কাছেও যেমন দূরেও তেমনি এসব ভাবনা যদি না হয়
কোনো মানে তাহলে তাদের নেই।

এসব হ'লো সেই ঘাস
যেখানে মাটি যেখানে জল
সেখানেই যা জন্মায়।
এ হ'লো সেই বাতাস
সমস্ত পৃথিবী যাতে মগ্ন।

BANGLADARSHAN.COM

সত্য

সব সত্য আছে সব কিছুর মধ্যে লুকিয়ে,
প্রকাশের তাড়াও তাদের নেই,
বাধাও তারা দেয় না।
অস্ত্রোপচার লাগে না তাদের ভূমিষ্ঠ হতে।
তুচ্ছ আমার কাছে কিছু নেই
(স্পর্শই তো সব। কমও নয়, বেশীও নয়)
যুক্তি আর শাস্ত্রের বচনে মন ভরে না কখনো।
রাত্রের এই আর্দ্রতা অন্তরের অনেক গভীরে আমার পৌঁছায়।
(প্রতিটি নর-নারীর কাছে যা প্রমাণিত তাই শুধু সত্য,
সত্য তা-ই, কারুর কাছে যা অস্বীকৃত নয়)
একটি মুহূর্ত আর আমার সত্তার এক বিন্দুতে
আমার মস্তিষ্কের সিদ্ধান্ত নিহিত।
আজ যা কাদার ডেলা, তাই হবে
প্রেমিক আর প্রদীপ, আমি জানি।

BANGLADARSHAN.COM

পথিক

দেশ আর কালের সায় আমার মধ্যে,
আমার মাপ কখনো হয়নি,
হবে না কখনো।
অনন্ত পর্যটনের আমি পথিক
বর্ষাতি, আর মজবুত জুতো আর কাঁধে একটি লাঠি
এই আমার নিশানা।

আমার ঘরের আসনে আমার কোন বন্ধু বসে না আরাম করে।
বসবার আসনই নেই,
নেই দেবায়তন কি দর্পণ
ভোজসভায় কাউকে আমি ডাকি না,
পাঠাবার কি টাকার বাজারে।

পুরুষ ও নারী, তোমাদের প্রত্যেককে
বাহু পাশে জড়িয়ে আমি নিয়ে যাই এক টিলায়
দেখাই মহাদেশের দূরাভাস আর প্রশস্ত রাজপথ।

তোমাদের হয়ে আমি পারব না সে পথ পর্যটন করতে
পারবে না আর কেউ
তোমাদের নিজেদের হবে যে পথে চলতে।

BANGLADARSHAN.COM

নিজের গান গাই

আমার নিজের গান গাই
সাধারণ স্বতন্ত্র এক সত্তার।
তবু আমার কণ্ঠে গণতান্ত্রিক এই শব্দ উচ্চারিত,
উচ্চারিত জনগণের নাম।
আপাদমস্তক 'শরীর তত্ত্বের' গান আমি গাই
শুধু মুখ নয় মস্তিষ্কও নয় কবিতার যোগ্য বিষয়
যোগ্যতর বিষয় এই দেহ তার সম্পূর্ণতায়।

যেমন পুরুষের তেমনি নারী-দেহের গানও গাই।
আবেগে স্পন্দনে শক্তিতে বিপুল যে জীবন,
আনন্দময় যে জীবন ঐশ্বরীক নিয়মের শাসনে সৃষ্ট,
সেই আধুনিক মানুষের গান আমি গাই।

BANGLADARSHAN.COM

সমাপ্তি সঙ্গীত

দ্বারপ্রান্তে শেষ যখন ফুটেছে লাইলাক
আর রাত্রে পশ্চিমাকাশে সেই উজ্জ্বলতম তারা
গিয়েছে অস্ত–
শোকাহত হয়েছি আমি,–বারবার এমনি হব শোকার্ত
বসন্ত যখন ফিরবে।

ফিরে-ফিরে আসা বসন্ত,
আমার কাছে তিনটি জিনিষ আনে।
চিরন্তন লাইলাক-মঞ্জরী, পশ্চিমের অস্তায়মান তারা
আর তাঁর স্মৃতি যাঁকে ভালবাসি।
হে স্খলিত প্রচণ্ড তারা পশ্চিমের
হায়, নিশার ছায়া–অশ্রুসজল বেদনাগাঢ় রাত্রি–
হে নিশ্চিহ্ন নক্ষত্র–তাকে আড়াল-করা
মসীকৃষ্ণতা–
আমায় অসহায় করে রাখা নিষ্ঠুর শক্তি
হায় আমার নিরুপায় হৃদয়!
গাঢ় নির্মম মেঘাবরণ যা আমার আত্মাকে দেয়নি মুক্তি!
শাদা রঙকরা বেড়াগুলোর পাশে
পুরানো গোলাবাড়ির দরজার কাছে লাইলাকের ঝাড়,
দীর্ঘ গাছ, উজ্জ্বল সবুজ হরতনী ছকের পাতা
সূক্ষ্ম শীর্ষ অসংখ্য কমনীয় তার ফুল,
তীব্র তাতে সেই গন্ধ যা আমার প্রিয়।
প্রত্যেকটি পাতাই যার–রহস্য মণ্ডিত,
দ্বারপ্রান্তের সেই লতা-কুঞ্জ থেকে–
একটি পুষ্পিত শাখা আমি ভেঙে নিলাম।

জলাভূমির নির্জনতায়
একটি লাজুক গোপন পাখী গাইছে।
জনপদ থেকে দূরে
সে নিজেকে নির্বাসিত করেছে তাপসের মত।

BANGLADARSHAN.COM

সে গান রক্তাক্ত কণ্ঠের
মৃত্যু থেকে উদ্গাত জীবন-সঙ্গীত।
(আমি জানি বন্ধু
গান গাইতে না পারলেই
নিশ্চিত তোমার মৃত্যু)
বসন্তের বুকের ওপর দিয়ে
প্রান্তর ও নগরের মধ্য দিয়ে
গলিপথে, প্রাচীন কান্তারে
–যেখানে বিবর্ণ আবর্জনার ওপরে
ভায়োলেট ফুল সেদিন উঁকি দিয়েছে,
পথের দুধারে
মাঠে ঘাসের মধ্য দিয়ে–
স্বর্ণশীর্ষ গমের ক্ষেত পেরিয়ে
–প্রত্যেকটি যার শস্যকণা
গাঢ় বাদামী মাটির ভেতর থেকে
গুণ্ঠন নিয়ে বেড়িয়েছে।
আপেল বাগানের ঈষৎ রক্তিম
শুভ্র ফুলের গুচ্ছ পেছনে ফেলে
কবরস্থ করবার জন্যে শব নিয়ে যাওয়া,
দিবারাত্রি এক শবের অবিরাম যাত্রা।

সেই শবাধার
যা চলেছে গলি আর রাস্তা দিয়ে
চলেছে সারাদিন আর মেঘান্ধকার
সারারাত ধরে
জড়ানো সব পতাকার সমারোহ নিয়ে
কৃষ্ণাবরণে ঢাকা সব শহর দিয়ে।
সমস্ত প্রদেশ যেন শোকের বেশে সেজে
দণ্ডায়মান মহিলাবৃন্দ।
দীর্ঘ বিরাট মিছিল

BANGLADARSHAN.COM

অসংখ্য মশালে দীপ্ত রাত্রি–
অনাবৃত মস্তক আর নীরব মুখ সমুদ্র।

শবাধার আসছে
ভারাক্রান্ত মুখে যারা দাঁড়িয়ে
তাঁদের সঙ্গে
সারারাত্রি ব্যাপি
সহস্র কণ্ঠের
গাঢ় গম্ভীর শোক-সঙ্গীতের সঙ্গে
স্বপ্নালোক সব গীর্জা আর শিহরিত
সব বাদ্যযন্ত্রের নিনাদের মধ্য দিয়ে
যেখানে তুমি চলেছ–
অবিরাম ঘণ্টাধ্বনির মাঝখানে
চলেছে যে শবাধার
ধীরে ধীরে
তোমার উদ্দেশে
তাতে দিলাম আমার এই পুষ্পস্তবক।
(শুধু তোমার একলার জন্যে নয়
সমস্ত শবাধারের জন্যে পুষ্পিত এই মালা
আমি এনেছি
প্রভাতের মত সজীব এমনি গান
আমি গাইতে চাই
পবিত্র ও প্রশান্ত মৃত্যুর জন্যে।
চারিদিকে
গোলাপের রাশি।
গোলাপ আর লিলি দিয়ে
আমি তোমায় আচ্ছাদিত করে দিই
কিন্তু যে লাইলাক ফোটে সবার আগে
তারই শাখা আমি ভেঙে আনি অজস্র
দু'হাত ভরে সেই নৈবেদ্য
দিই ঢেলে

BANGLADARSHAN.COM

তোমার জন্যে,
সব শবাধারের জন্যে
হে মৃত্যু!)
হে পশ্চিমের উজ্জ্বল নক্ষত্র
এখন আমি বুঝি কি তোমার
ছিল বারতা,
মাসেক কাল ধরে
যখন স্বচ্ছ ছায়াচ্ছন্ন রাতের পর রাত
নীরবে আমি হেঁটেছি।
তুমি নত হয়েছ রাতের পর রাত
যেন কি আমায় বলতে
নেমে এসেছ আকাশ থেকে
যেন আমার পাশে
(অন্য সমস্ত তারকার জ্বলন্ত দৃষ্টির সামনে)
যখন আমরা দীর্ঘ রাত্রির গাম্ভীর্যে
একসঙ্গে বেড়িয়েছি ঘুরে।
(কেন যে ঘুম আমার চোখে ছিল না
আমি জানি না)
রাত যত এগিয়েছে
পশ্চিম আকাশ প্রান্তে
তোমার গাঢ় বেদনা যেন আমি বুঝেছি,
বুঝেছি বন্ধুর জমির ওপরে
স্বচ্ছ শীতল রাত্রির বাতাসে দাঁড়িয়ে,
যখন দেখেছি তোমায়
কালো রাত্রির অতলে হারিয়ে যেতে
যখন আমার অস্থির হৃদয়
ব্যথায় পড়েছে লুটিয়ে,
তোমার মত হে দুঃখী নক্ষত্র
রাত্রির তিমিরে নিমজ্জিত, সমাপ্ত।

BANGLADARSHAN.COM

জলাভূমিতে গান তুমি গেয়ে যাও
হে লাজুক মধুর গায়ক
তোমার সুর আমি শুনি,
শুনতে পাই তোমার ডাক,
শুনি আর তোমার কাছে আসি।
তোমাকে আমি বুঝি।
কিন্তু মুহূর্তের বিলম্ব আমার হয়,
কারণ সেই উজ্জ্বল তারা
আমায় ধরে রাখে
আমার সেই বিদায়ী বন্ধু
আমায় ধরে রাখে,
দেরী করিয়ে দেয়।

যে গেছে তার গান কেমন করে
আমি গাইব
–যাকে আমি ভালবাসতাম!
কেমন করে সাজাব আমার গান
সেই বিশাল মধুর হৃদয়ের জন্যে
যা আর নেই?
আমার সেই প্রিয় বন্ধুর সমাধি
কী সুবাসে দেব ভরিয়ে?
পূর্ব আর পশ্চিম সমুদ্রের বাতাস
এসে মিশেছে উদার প্রান্তরে,
তাই দিয়ে আর তার সঙ্গে
আমার গাথার নিঃশ্বাস মিশিয়ে
যাকে ভালবাসি
তার সমাধি
করব আমি সুরভি।

দেয়ালে কি আমি টাঙাব
কোন ছবি,
–তার সমাধি-মন্দিরের দেয়ালে

BANGLADARSHAN.COM

যে আমার প্রিয়!
সে ছবি জাগ্রত বসন্তের
শস্য প্রান্তর, আর গৃহস্থালির
মধুর সূর্যাস্তের আর উজ্জ্বল ধূম-জ্যোতির,
বর্ণাঢ্য অলস অস্তমান সূর্যের
সোনালী আভায়
জ্বলন্ত বিস্তৃত আকাশের।
গাছের তলায় কচি মধুর তৃণ
গাছে গাছে অসংখ্য হরিৎ-পাণ্ডুর পাতা
দূরে নদীর উচ্ছল স্রোতের ঝিকিমিকি
হাওয়ার বেগে এখানে সেখানে ভাঙা,
তীরে পাহাড়ের গায় আর আকাসে
অনেক রেখা আর ছায়া,
ঘন বসতি শহর, চিমনির অরণ্য
আর জীবনের সবকিছু দৃশ্য
কারখানারও
–ঘরে ফেরা শ্রমিকদের সেই সঙ্গে।
গান গাও, গেয়ে যাও
পাটল ধূসর পাখী
গান গাও জলাভূমি থেকে
তোমার নির্জন কুঞ্জ থেকে
উথলে তোলো তোমার গান
অরণ্যের অন্ধকার থেকে
গেয়ে যাও অফুরন্ত।

হে বন্ধু গেয়ে যাও
শরবনের শিষ মেশানো তোমার গান,
করুণ দুঃসহ মানবিক।
হে তরল, অবাধ, কোমল
হে উদ্দাম শৃঙ্খলহীন
হে অপরূপ গায়ক!

BANGLADARSHAN.COM

তোমার গানই আমি শুধু শুনি
কিন্তু সেই নক্ষত্র আমায় রেখেছে আটকে,
(বিদায় কিন্তু নেবে অচিরে)
লাইলাক তার প্রবল সুগন্ধে
আমায় রেখেছে ধরে।

দিনমানে যখন বসে বসে
আমি দেখেছি,
দেখেছি দিনান্তে সেই আলো
সেই বসন্তের প্রান্তর
আর কিষাণদের শস্য নিয়ে কাজ
হ্রদে ও অরণ্যে চিহ্নিত
আমার স্বদেশের
বিশাল অচেতন দৃশ্যলোক
(অস্থির ঝটিকা বাত্যার পর) আকাশের সৌন্দর্যে
বিলীয়মান অপরাহ্নের চাঁদোয়ার মত
নুয়ে পড়া আকাশের নিচে
শুনেছি নারী আর শিশুদের কণ্ঠস্বর
দেখেছি সাগরের সব জোয়ার ভাঁটা
আর জাহাজের পাড়ি
দেখেছি আসন্ন গ্রীষ্মের ঐশ্বর্য
আর প্রান্তরের ব্যস্ততা
ছোট ছোট সব অসংখ্য সংসার
–প্রত্যেকের নিজস্ব দৈনন্দিন জীবনযাত্রা
অনুভব করেছি রাজপথের স্পন্দন
নগরের উচ্ছ্বাস,
তখন হঠাৎ
আমাকে, সব কিছুকে আবৃত করে।
নেমেছে সেই মেঘ
সেই দীর্ঘ মসিবরণ বিলেপন,
আর মৃত্যুকে আমি জেনেছি,

BANGLADARSHAN.COM

করেছি তাকে উপলব্ধি
তার সেই পবিত্র তত্ত্ব।
তারপর আমার একদিকে মৃত্যুর বোধকে
সঙ্গে নিয়ে
সঙ্গে নিয়ে আরেক দিকে ঘনিষ্ঠ তার চিন্তা
মাঝখানে বন্ধুর মত তাদের হাত ধরে
আমি ছুটে পালিয়ে গেছি
সেই গোপনতায়
মৌন রাত্রি যেখানে মেলে।
গেছি বারিধির তীরে
আবছায়া জলাভূমির ধারের পথে
গাঢ় গম্ভীর নিশাচরের মত
ছায়ামূর্তি অরণ্যতরুদের মাঝখানে।

সেই লাজুক গায়ক
সবার কাছ থেকে যে থাকে
আত্মগোপন করে
সে আমায় অভ্যর্থনা করেছে
আমার পরিচিত সেই ধূসর পাটল পাখী
আমাদের তিন বন্ধুকে জানিয়েছে স্বাগত
গান গেয়েছে সে মৃত্যুর
আর শুনিয়েছে তাঁর গাথা
যিনি আমার প্রিয়জন।
নির্জন গভীর বনান্তরাল থেকে
ছায়াদেহ সুগন্ধি অরণ্যতরুর ভেতর দিয়ে
শোনা গেছে সে পাখীর গীতধ্বনি।
মুগ্ধ হয়েছি আমি সে সঙ্গীতের মাধুর্যে
আমার সাথীদের যেন হাত ধরে
রাত্রির অন্ধকারে থেকেছি দাঁড়িয়ে
আর আমার হৃদয়ের বাণী
সেই পাখীর গানে সায় দিয়েছে।

BANGLADARSHAN.COM

এসো মধুর মৃত্যু
এসো সান্ত্বনা
আন্দোলিত হয়ে বয়ে যাও
সমস্ত পৃথিবীকে ঘিরে
শান্ত গম্ভীর চির আগন্তুক,
এসো দিনে
এসো রাত্রে
এসো সকলের প্রত্যেকের কাছে
আজ কি কাল।
হে কমনীয় মৃত্যু
অতল এই বিশ্বের
স্তুতি গাই
অভিনন্দিত করি জীবন ও জীবনের উল্লাস
বস্তু ও বিচিত্র জ্ঞান
আর ভালবাসা
মধুর ভালবাসা,
কিন্তু সবচেয়ে উচ্ছলিত স্তুতি গাই
মরণের অমোঘ স্নিগ্ধ আলিঙ্গনের।

BANGLADARSHAN.COM

হে তিমির জননী
কোমল নিঃশব্দ চরণপাতে
নিরন্তর আসো ধীরে।
তোমায় আন্তরিক স্বাগত সম্ভাষণ
কেউ কি জানায়নি সঙ্গীতে?
তাহলে আমিই গাই সেই গান
তোমার মহিমা আমার কাছে
সবার উপরে,
আমার গানে বলি,
অকম্পিত পদে তুমি এসো।
যখন সময় হবে আসবার।
হে পরম মুক্তিদায়িনী

এসো।

সমাপ্তি যখন হয়,

তুমি যখন তাদের টেনে নাও

আমি পরমানন্দে সেই মৃতদের গান গাই

–যারা তোমার ভালবাসার সাগর-স্রোতে বিলুপ্ত

তোমার প্রগাঢ় তৃপ্তির তরঙ্গে যারা স্নাত।

BANGLADARSHAN.COM

॥সমাপ্ত॥